আল-কাউলুছ ছাদীদ

القول السديد في القراءة والتجويد

বঙ্গানুবাদ

প্রণেতাঃ আল্লামা ছাহেব ফুলতলী

অনুবাদঃ মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী (ফুলতলী)

আল-কাউলুছ ছদীদ

বঙ্গানুবাদ

প্রণেতাঃ আল্লামা ছাহেব ফুলতলী
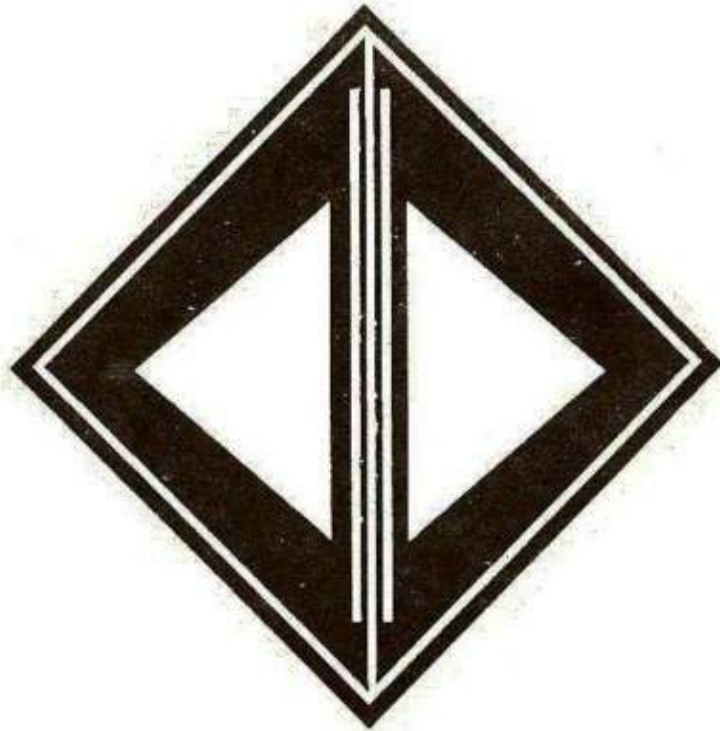
অনুবাদঃ মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী (ফুলতলী)

প্রকাশক
ফারহান আহমদ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব বাড়ী, জকিগঞ্জ, সিলেট।

প্রকাশকাল
১৩তম সংস্করণ ১৪২৩ হিজরী
২০০২ইংরেজী ১৪০৯ বাংলা

প্রাপ্তিস্থান
ফুলতলী ছাহেব বাড়ী, জকিগঞ্জ, সিলেট।
নিউ আদর্শ লাইব্রেরী
কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
নোমানিয়া লাইব্রেরী
কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।

মূল্য : ৪০.০০

অনুবাদকের গুজারিশ

القول السديد
তজবীদ বিষয়ে লিখিত একখানা মুল্যবান কিতাব। দারুল কেরাত মজিদিয়া ফুলতলীর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কেরাত শিক্ষা কেন্দ্রসমুহে কিতাবখানা পড়ানো হয়।

আমার ওয়ালিদ মুহতরম মুর্শিদে বরহক আল্লামা ফুলতলী সাহেব কর্তৃক প্রণীত কিতাব খানার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম। সহজ বোধ্য করার উদ্দেশ্যে জরুরী ব্যাখ্যা ও নোট দিলাম।

আল্লাহ তা'লা যেন ফুলতলী সাহেবকে দীর্ঘায়ু দান করেন। আল্লাহ তা'লা যেভাবে পছন্দ করেন ঠিক সেইভাবে আমরা যেন পবিত্র কোরআন শরীফ পাঠ করার পদ্ধতি শিক্ষা করিতে পারি। কেবলমাত্র তাজবীদের কিতাব পাঠ করিয়া ক্বারী হওয়া যায়না। ইল্‌মে কেরাত শিক্ষা করিতে হইলে অভিজ্ঞ সনদ প্রাপ্তক্বারীর কাছে মশ্‌ক করিতে হয়।

বিঃ দ্রঃ পূর্ববর্তী সংস্করণে পুস্তকের শেষাংশে সনদ অধ্যায়ে রঈছুল কুররা আহমদ হেজাযী মক্কী (রঃ) এর সনদ বাদ পড়িয়াছিল এই ভুল সংশোধন করা হইল। পুস্তকের সূচী শেষাংশে রহিয়াছে।

ইতি
মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী
ফুলতলী

কিতাব প্রসঙ্গে কিছু কথা

(শেয়খুল হাদীছ মাওঃ হাবিবুর রহমান ছাহেব সাবেক মুহাদ্দিছ সৎপুর আলিয়া মাদ্রাসা, প্রিন্সিপাল ও মুহদ্দিছ ইছামতি আলিয়া মাদ্রাসা)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام

على سيدنا ووسيلتنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين

কিতাবখানা সংকলন করিয়াছেন শরিয়ত ও তরিকতের দিক দর্শক তরিকত পন্থিগণের পথের দিশারী আলোক বর্তিকা, হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ সম্পর্কে সচেতন মন মানসিকতা বিশিষ্ট আলিম মুফাচ্ছির ও ক্বারী আমাদের উস্তাদ ও মুর্শিদ মৌলানা মোঃ আব্দুল লতিফ ছাহেব ফুলতলী। তাঁহার ছায়া আমাদের উপর বিস্তৃত হউক। তাঁহার আয়ুস্কাল আমাদের উপর মঙ্গলময় হউক।

ফুলতলী ছাহেব যে মহান উন্নত ছিল-ছিলার বর্তমান কালের প্রতিনিধি, সেই ছিলছিলার উর্দ্ধতন বুজুর্গানে কেরাম নানাবিধ পন্থায় কোরআন শরীফের খেদমত করিয়া গিয়াছেন। এই সম্পর্কে কয়েকজনের আলোচনা করা মঙ্গলজনক মনে করিতেছি। স্থানাভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

শাহ্ আবদুর রহীম মুহদ্দিছে দেহলভী (রঃ)। প্রত্যহ দীর্ঘক্ষণ কোরআন শরীফ তজবীদ সহকারে পড়াইতেন অতঃপর তরজমা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।

ইমামুল হিন্দ শাহ ওলিউল্লাহ মুহদ্দিসে দেহলভী (রঃ) ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কোরআন শরীফের ফার্সি তরজমা করেন। ফলে মুসলমানগণের মধ্যে এক নতুন ঈমানী উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

একদল আলিম তাঁহার বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন এবং কোরআন শরীফ ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করাকে বিদ্আত বলিয়া ফতোয়া দেন। তাঁহারা যথাশক্তি ব্যয় করিয়া শাহ ওলিউল্লাহ মহদ্দিসে দেহলভীর (রঃ) সংস্কারমুলক মহৎ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। প্রকৃত জ্ঞান বিবর্জিত মহলের এই প্রচেষ্টা অবশেষে নিস্ফল প্রমাণিত হয়।

শাহ ছাহেবের ইনতেকালের পর তাঁহার সুযোগ্য সন্তানগণ ফার্সি ও উর্দু ভাষায় কোরআন শরীফের অনুবাদ প্রকাশ করেন।

শাহ আবদুল আজিজ (রঃ) এর অন্যতম খলিফা মুজাহিদগণের সর্দার ছৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত থাকিয়াও মুসলমানগনকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন।

সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভীর (রঃ) বিশিষ্ট খলীফা মৌলানা কেরামত আলী জৌনপুরী(রঃ) আসাম ও

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে যে অবদান রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সর্বজন বিদিত।

তখনকার দিনে এতদ্বেশীয় মুসলমানগণ কোরআন শরীফের শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন। এমনকি কোন কোন বিরাট এলাকায় একখণ্ড কোরআন শরীফও পাওয়া যাইত না। জৌনপুরী (রঃ) মুসলমান জণগণকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দেন এবং স্বহস্তে কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করিয়া বিতরণ করেন (তিনি বিবিধ বিষয়ে বহু পুস্তকও রচনা করেন।) কেবলমাত্র তজবীদ বিষয়ে তাঁহার রচিত ৪টি পুস্তক রহিয়াছে। (১) শরহে জযরী (২) শরহে শাতবী (৩) যিনাতুল ক্বারী (৪) মুখারিজে হরুফ। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত একখণ্ড কোরআন শরীফ সিলেটের জনৈক আলিম ছাহেবের নিকট এখনও সংরক্ষিত রহিয়াছে।

কেরমাত আলী জৌনপুরীর (রঃ) সুযোগ্য সন্তান ও তাঁহার খলিফা মৌলানা হাফিজ আহমদ জৌনপুরী (রঃ) অনুরূপভাবে দ্বীন প্রচারে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন।

তাঁহার অন্যতম খলিফা মৌলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বুন্দাশিলী বদরপুরীর (রঃ) কোরআন শরীফের খেদমতের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। (তিনি শুধু আলিম ও পীর ছাহেব ছিলেন না, সনদপ্রাপ্ত ক্বারীও ছিলেন। ফুলতলী ছাহেবের ইল্‌মে কেরাতের উস্তাদগণের মধ্যে তিনিও একজন) বদরপুরী (রঃ) তাঁহার মুরিদগণকে শুদ্ধভাবে কোরআন শরীফ শিক্ষা করার জন্য বিশেষ তাগিদ করিতেন।

ফুলতলী ছাহেব দ্বারা ইলমে কেরাতের যে খেদমত অতীতে হইয়াছে ও বর্তমানে অব্যাহত আছে তাহা সর্বজন বিদিত। তিনি তজবীদ সহকারে কোরআন শরীফ শিক্ষাদানকে অন্য সব কর্মের উপর প্রাধান্য দিয়া থাকেন।

ভারত বিভক্তির পুর্বে বদরপুর আদম খাকী নামক স্থানে কেরাত শিক্ষা দিতেন। ওলিয়ে কামিল মৌলানা আবদুন্ নুর ছাহেব গড়কাপনীও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করিতেন। (তাঁহার প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে এই দরস আরম্ভ হয়। ভারত বিভক্তির পর জকিগন্জ এলাকাধীন বারগাত্তা নামক স্থানে সপ্তাহে একদিন কেরাত শিক্ষা দিতেন। বহু উলামায়ে কেরাম ও মসজিদের ইমাম কেরাত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করিতেন। (অনুরূপভাবে) গাছবাড়ী আলিয়া মাদ্রাসায় অবস্থানকালে সেখানেও কোরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন। সৎপুর আলিয়া মাদ্রাসায় সপ্তাহে একদিন কেরাত শিক্ষা দিতেন।

রমদ্বান শরীফে সারা মাস কোরআন শরীফ শিক্ষা দেন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দরস জারি থাকে। জুহরের পর কিছুক্ষণ তফসীর বয়ান করেন। রমদ্বান শরীফে ফুলতলী ছাহেব বাড়ীতে কয়েকশত কোরআন শিক্ষার্থী জমায়েত হন।

আলিম, ছাত্র, চাকুরিজীবী সব শ্রেণীর লোক আসেন।

আল্লাহ তালার সমীপে এই খেদমত গ্রহণযোগ্য হইয়াছে; কেরাত প্রশিক্ষণ কর্ম দিন দিন বিস্তৃতি লাভ

করিতেছে। বাংলাদেশে ও বহির্বিশ্বে প্রায় ৭০০ শাখা কেন্দ্রের মাধ্যমে খেদমত চলিতেছে। ফুলতলী ছাহেব কিবলার নিকট সনদ লাভ করিয়া এই সকল কেন্দ্রে সুযোগ্য উস্তাদগণ খেদমত করিতেছেন।

উল্লেখিত কেন্দ্রগুলি সমন্বয়ে দারুল কেরাত মজিদিয়া নামে একটি বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। বোর্ডের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ফুলতলী ছাহেব বাড়ীতে অবস্থিত। (প্রধান কেন্দ্রের আংশিক) ব্যয় সংকুলানের জন্য ফুলতলী ছাহেব তাঁহার ভু-সম্পত্তির উল্লেখযোগ্য একটা অংশ ওয়াকফ করিয়াছেন। লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি দারুল কিরাতের একটি মজবুত সংগঠন।

আশা করি ইলমে তজবীদ বিষয়ে শিক্ষা লাভে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ কিতাব খানা দ্বারা উপকৃত হইবেন।

ফুলতলী ছাহেব কিব্‌লার ইলমে কেরাতের সনদ কিতাব খানার শেষাংশে বিস্তারিত দেওয়া হইয়াছে। মঙ্গলজনক মনে করিয়া হাদীস শরীফের সনদ ও তরিকার সনদ অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

হাদিস শরীফের সনদঃ-

ফুলতলী ছাহেব হাদিস শরীফের সনদ লাভ করিয়াছেন (হিন্দুস্থান রামপুরের) বিশ্ব বিখ্যাত মহদ্দিস মৌলানা খলিলুল্লাহ রামপুরী হইতে। খলিলুল্লাহ রামপুরী (রঃ) সনদ লাভ করেন (শেয়খুল হাদিস) মৌলানা মনুওর আলী রামপুরী (রঃ) হইতে।(অনুরূপভাবে) ফুলতলী সাহেব হাদিস শরীফের সনদ লাভ করিয়াছেন (ভারত বর্ষের

খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ) মৌলানা অজিহ উদ্দিন রামপুরী (রঃ) হইতে। অজিহ উদ্দিন (রঃ) সনদ লাভ করেন আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রঃ) হইতে।

হযরত মৌলানা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রঃ) ও হযরত মৌলানা মনুওর আলীর (রঃ) সনদ মুহদ্দিসগণের নিকট সুপ্রসিদ্ধ; তাহা বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই।

তরিকার সনদঃ-

(১) ফুলতলী ছাহেব তরিকতের (ইলমে তসউফের) সনদ লাভ করিয়াছেন (২)) মৌলানা শাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব (বুন্দাশিলী) বদরপুরী (রঃ) হইতে। বদরপুরী ছাহেব সনদ লাভ করেন (৩) মৌলান হাফিজ আহমদ জৌনপুরী (রঃ) হইতে। তিনি সনদ লাভ করেন (৪) মৌলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রঃ) হইতে। জৌনপুরী(রঃ) সনদ লাভ করেন (৫) সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রঃ) হইতে। তিনি সনদ লাভ করেন (৬) শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) হইতে। তিনি সনদ লাভ করিয়াছেন। (৭) শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) হইতে, তিনি সনদ লাভ করিয়াছেন (৮) শাহ আবদুর রহীম (রঃ) এর নিকট হইতে। শাহ আবদুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) হইতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম পর্যন্ত চার তরিকার বিখ্যাত সনদ রহিয়াছে। বিস্তারিত বর্ণনা শজ্‌রার মধ্যে রহিয়াছে। তাহা ছাড়া শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর (রঃ)

الانتباه فى سلاسل اولياء الله ও অন্যান্য কিতাবে রহিয়াছে।

ফুলতলী সাহেব তাহার পীর ও মুর্শিদ মৌলানা শাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরীর (রঃ) অনুমতিক্রমে (হিন্দুস্থানস্থ রামপুরের প্রখ্যাত ওলী রামপুর আলিয়া মাদ্রাসার মহদ্দিস) মৌলানা গোলাম মহিউদ্দিন (রঃ) কাছে চিশতিয়া নেজামিয়া তরিকায় বয়আত করেন। গোলাম মহিউদ্দিন (রঃ) মৌলানা শাহ মুশতাক রামপুরীর (রঃ) খলিফা ছিলেন। তাহার ছিলছিলা খুবই প্রসিদ্ধ।

ভূমিকা

সব প্রশংসা তামাম সৃষ্টির পরওয়ারদিগারের। যিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন 'কিতাব' প্রকাশ্য ও সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত; মুত্তাকিগণের রাহবর, মুমিনগণের জন্য রহমত। কতই না সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যিনি কোরআন শরীফকে যথাযথভাবে হেফাজত করিলেন, তারতিলের সহিত পাঠ করিলেন এবং কোরআন শরীফের গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে চিন্তা করেন এবং ইহার নির্দেশমত আমল করেন। নিশ্চিত এই কোরআন শরীফ লুক্কায়িত মহফুজ, পাক ব্যক্তি ছাড়া কেহ স্পর্শ করিতে পারে না।

ছালাত ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ও তাঁহার পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছাহাবাগণ ও তাঁহাদের পরবর্তীগণের উপর।

শায়খুল হাদিস আল্লামা মোঃ আবদুল লতিফ চৌধুরী পীর সাহেব ফুলতলী পুস্তকখানা কেন সংকলন করিলেন তাহার বিস্তারিত কারণ নিম্নে বর্ণনা করিয়াছেন।

পুস্তক সংকলনের কারণঃ-

দীনহীন ফকির মোঃ আবদুল লতিফ বিন মৌলানা মোঃ আবদুল মজিদ ফুলতলী, মুসলমান ভাইগণের উদ্দেশ্যে বলিতেছি যে, তজবীদ বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত বহু কিতাব রহিয়াছে।তাহা ছাড়া তাজবীদ বিষয়ে মূল অবলম্বন ''ছরফ'' বিষয়টি (মাদ্রাসার) সিলেবাসভুক্ত রহিয়াছে। তবুও এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানা প্রণয়নের কারণ এই ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপনের পর নিজের ধারণামত আমার কিরাত ছিল বিশুদ্ধ। উক্ত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বড় বড় জামাতে ইমামতি করিতাম এবং মাদ্রাসা সমূহে (বিবিধ বিষয়ও) অন্যান্য বিষয়ের মত কেরাত বিষয়েও পরীক্ষকের কাজ করিতাম।

কুতুবুল আউলিয়া মৌলানা শাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (আমার পীর ও মুর্শিদ) মাঝে মধ্যে আমার ভুল ধরিতেন। তিনি আমাকে নছিহত স্বরূপ বলিতেন 'তোমার কেরাতের ভুল সংশোধন করিয়া লও; না হয় সমস্ত ইবাদতের মূল নামায নষ্ট হইয়া যাইবে। বদরপুরী সাহেবের পিড়াপিড়ীতে হযরত মৌলানা হাফিজ আব্দুর রউফ করমপুরী সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হই। তাঁহার

কাছে (পর্যায়ক্রমে) সমস্ত কোরআন শরীফ শুনাইয়া সনদ লাভ করি।

মৌলানা আব্দুর রউফ করমপুরী (রঃ) শৈশবকাল হইতে ২৯ বৎসর পর্যন্ত পিতা মাতার সহিত মক্কা শরীফে থাকিয়া ইল্‌মে কেরাত শিক্ষা করেন ও কোরআন শরীফ হিফ্‌জ করেন।

যখন তাঁহার খেদমতে প্রথম উপস্থিত হইয়া কেরাত শুনাইলাম, তখন এমন মারাত্মক ভুল ধরা পড়িল, যে ভুলের দ্বারা নামায নষ্ট হইয়া যায়। আবার বিশ্বের কাছে ইল্‌মে কেরাত বিষয়ে স্বীকৃতি প্রাপ্ত উস্তাদের নিকট আমার কেরাতের মূল্য কতটুকু হইবে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। আব্দুর রউফ (রঃ)-এর নিকট সমস্ত কোরআন শরীফ শুনানী শেষ করিয়া পুনরায় বদরপুরী (রঃ)-কে শুনাইলাম। উল্লিখিত উভয় উস্তাদের সনদ লাভ করার পর মক্কা শরীফের রঈছুল কুর্‌রা মৌলানা আহমদ হেজাজীর খেদমতে উপস্থিত হই। আরব সরকার তাঁহাকে ক্বারীগণের পরীক্ষক নিয়োগ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। তিনি যে কারী ছাহেবের কেরাত বিশুদ্ধ বলিয়া অনুমোদন করিতেন তাহাকেই হরম শরীফে কেরাত পাঠ করার অনুমতি দেওয়া হইত।

আমি আহমদ হেজাযীর খেদমতে উপস্থিত হইয়া (পর্যায়ক্রমে) সমস্ত কোরআন শরীফ শুনাই। তিনি আমাকে সনদ প্রদান করিয়া ওছিয়ত (শেষ নছিহত) করার সময় বলেন, ''ইহা একটি আমানত, যে আমানত আমার ইলমে কেরাতের উস্তাদ ও বুজুর্গগণ আমার হাতে রাখিয়াছিলেন

তাহা তোমার হাতে সোপর্দ করিলাম। যদি এই আমানতের হ্রাস বৃদ্ধি জনিত খেয়ানত কর তবে তাহার পরিণাম ফল তুমিই ভোগ করিবে। কারণ আজমে (আরব ছাড়া অন্য দেশে) এখন হরফের উচ্চারণ ও পঠন পদ্ধতি বিষয়ে নানারকম মতভেদ ও মতানৈক্য দেখা দিয়াছে।'

মক্কা শরীফ হইতে দেশে ফিরিয়া আসার পর বন্ধুগণ আমাকে কেরাত শিক্ষাদান করিতে বাধ্য করেন।

আল্লাহ তা'লা'র সাহায্যে আল্লাহ প্রদত্ত সামর্থ অনুযায়ী কেরাত শিক্ষা দিতে থাকি।তাজবীদের যে কায়দাগুলি আমার স্মরণ ছিল সেইগুলি শিক্ষা দিয়া বিবিধ কিতাব পাঠ করার জন্য শাগরিদগণকে বলিয়া দিতাম। শিক্ষার্থীগণ যখন বিবিধ কিতাব হইতে কায়দা শিখিলেন তখন তাহাদের পঠিত কায়দাগুলির মধ্যে দন্দ ও পার্থক্য দেখা গেল। অবশেষে ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে বাধ্য করা হইল-আমার উস্তাদগণ হইতে যে কায়দাগুলি শিক্ষা করিয়াছি তাহা যেন একটি পুস্তক আকারে সংকলিত করি।

পুস্তক রচনার চিন্তা ভাবনায় প্রায় দুই বছর সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। চিন্তা করিলাম নিজের স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া কি একটি পুস্তক প্রণয়ন করিতে পারি?

(আমার চিন্তার অবসান হইল) মক্কা শরীফের আমার উস্তাদ শায়খুল কুর্‌রা আহমদ হেজাযী (রঃ) হাজীগণের মাধ্যমে তাজবীদ বিষয়ে তাঁহার রচিত দুইখানা কিতাব আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। কিতাব পাঠাইবার সময়

বলিয়া দিলেন এই কিতাব দ্বারা যাহাতে জনগণ উপকৃত হন সেই ব্যবস্থা আমি যেন করি।

আমি কিতাব পাঠ করিয়া দেখিলাম সহজবোধ্য নয় এমন আরবী ভাষায় উহা লিখিত। এদিকে আমাদের দেশের বেশী সংখ্যক লোক আরবী সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তাই উর্দু ভাষায় কিতাব খানার কায়দাগুলিকে ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম।

মুসলমান ভাইগণের কাছে গোজারিশ, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানায় যে দোষক্রটি ধরা পড়িবে তাহা যেন সহৃদয় সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখেন।

আল্লাহ তা'লার মহান দরবারে আরজু এই; কিতাব খানা যেন জনগণকে উপকৃত করে এবং আমার আখেরাতের মুক্তির কারণ হয়। আমিন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

ফকির,
মোঃ আব্দুল লতিফ বিন মৌলানা
মুফ্‌তী মোঃ আব্‌দুল মজিদ ফুলতলী

তাজবীদ কি? তার বিষয়বস্তু উদ্দেশ্য ইত্যাদি

তাজবীদ শব্দের অর্থ সৌন্দর্য মণ্ডিত করা, যথাযথভাবে সম্পন্ন করা। পারিভাষিক অর্থ, যে বিষয়টিতে হরফ সমূহের মাখরাজ, ছিফাত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

তাজ্বীদের বিষয়বস্তু,-কোরআন শরীফের আয়াত সমূহ।

তাজবীদের মুক্‌ছুদ (উদ্দেশ্য), হরফের হক আদায় করা (অর্থাৎ হরফকে তাহার যথাযথ প্রাপ্য দান করা) কোরআন শরীফের শব্দ ও অক্ষর সমূহ পরস্পর পাশাপাশি আসার ফলে, যে সকল কায়দার সৃষ্টি হয় সেই কায়দাগুলি ঠিকমত আদায় করা। যেমন-মদ, গুন্না, পুর, বারিক ইত্যাদি।

তাজবীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করার সময় হ্রাস বৃদ্ধিজনিত অপরাধ হইতে জিহ্‌বাকে সংযত রাখা। অর্থাৎ যাহাতে তিলাওয়াতের সময় প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় কোন কিছু বাদ না পড়ে এবং অপ্রয়োজনীয় কিছু সংযুক্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

হুকুম ঃ তাজবীদ শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া ও ইহা অনুসারে আমল করা সাবালক নরনারীর উপর ফরজ।

(আল্লাহ্‌ তা'লা ও তাঁহার রাসুল বেশী অবগত)

কোরআন শরীফ তিলাওত শুরু করার নিয়ম-

কোরআন শরীফ তিলাওত শুরু করার ৪টি নিয়ম রহিয়াছে।

(১) فصل كل - আউযুবিল্লাহ, বিস্‌মিল্লাহ ও ছুরা ওয়াকফ্‌ করিয়া আলাদা আলাদাভাবে পাঠ করা।

(২) وصل كل - ওয়াকফ্ না করিয়া একসাথে আউযুবিল্লাহ বিছ্মিল্লাহ ও ছুরা মিলাইয়া পাঠ করা।

(৩) وصل الاوّل بالثّانى আউযুবিল্লার সাথে বিছ্মিল্লাহ মিলাইয়া পাঠ করা (ছুরা আলাদাভাবে পাঠ করা)।

(৪) وصل الثّانى بالثّالث আউযুবিল্লাহ পড়িয়া ওয়াকফ্ করা এবং বিছ্মিল্লাহকে সুরার সাথে মিলাইয়া পাঠ করা।

দুই সুরার মধ্যস্থলে বিছ্মিল্লাহ পড়ার নিয়ম–

দুই ছুরার মধ্যস্থলে বিছ্মিল্লাহ পড়ার তিনটি নিয়ম জায়েজ ও একটি না জায়েজ।

প্রথম ৩টি বর্ণনা করিতেছি ঃ (১) প্রত্যেকটিতে ওক্ফ করা অর্থাৎ প্রথম ছুরার শেষে ওক্ফ করা, তারপর বিছ্মিল্লাহ পাঠ করিয়া ওক্ফ করিয়া অন্য ছুরা আরম্ভ করা।

(২) প্রথম ছুরার শেষে ওক্ফ করা তারপর বিছ্মিল্লাহ পড়িয়া ওক্ফ না করিয়া অন্য ছুরা পড়া।

(৩) প্রত্যেকটি একসাথে মিলাইয়া পড়া। অর্থাৎ প্রথম ছুরা শেষ করিয়া ওকফ্ না করিয়া বিছমিল্লাহ পড়িয়া ওকফ্ না করিয়া অন্য ছুরা পড়িতে আরম্ভ করা।

(৪) নিয়ম হইলঃ প্রথম সুরার সাথে বিছ্মিল্লাহ মিলাইয়া পাঠ করিয়া ওক্ফ করা, অতঃপর অন্য ছুরা আরম্ভ করা। এই নিয়ম নিষিদ্ধ; কেননা শ্রবণকারী ধারণা করিতে পারেন যে বিছ্মিল্লাহ প্রথম ছুরারই অংশ।

আউজুবিল্লাহ বিছ্মিল্লাহ প্রসঙ্গে-

কোরআন শরীফ তেলাওয়াত শুরু করার সময় আউজুবিল্লাহ পাঠ করা সম্পর্কে উলামায়ে কেরামগণের দুইটি অভিমত রহিয়াছে। (১) ওয়াজিব (২) সুন্নাত। উভয় মত পোষণকারীগণ এই আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেনঃ

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

সুপ্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী শুরুতে বিছ্মিল্লাহ পাঠ করা ওয়াজেব। সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলিয়া ও অভিমত রহিয়াছে। শেষোক্ত অভিমত অনুযায়ী পাঠ করা হানফীগণের নিকট সুপ্রসিদ্ধ।

দুই সুরার মধ্যস্থলে বিছ্মিল্লাহ পড়া প্রসঙ্গে-

দুই ছুরার মধ্যস্থলে বিছ্মিল্লাহ পাঠ করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ এক ছুরা শেষ করিয়া অন্য ছুরা পাঠ করার পূর্বে বিছ্মিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। তবে ছুরা বরাতের শুরুতে বিছ্মিল্লাহ পড়া অনেকের মতে হারাম, প্রারম্ভ ছাড়া মাকরূহ। সুরা বরাতের শুরুতে বিছ্মিল্লাহ ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে রহস্য এই ঃ বিছ্মিল্লাহ নিরাপত্তা বিধানকারী অথচ ছুরা বরাতে নিরাপত্তা বিধান করা হয় নাই। কেননা উক্ত

ছুরায় মুশ্‌রিকদের উপর তরবারী চালাইবার (আক্রমণ করার) নির্দেশ রহিয়াছে।

হযরত উছমান (রাঃ) বলিয়াছেন, " রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুরা বরাত যে আলাদা একটি সুরা সেই সম্পর্কে প্রকাশ্য কোন বাণী প্রদান করেন নাই। তাহা ছাড়া এই ছুরার বিষয় বস্তুর সাথে তার আগের ছুরা আন্‌ফালের বিষয় বস্তুর মিল রহিয়াছে। তাই উভয় সুরা আসলে একই সুরা হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। উল্লিখিত কারণ সমূহের উপর ভিত্তি করিয়া দুই ছুরার মধ্যস্থানে বিছ্‌মিল্লাহ লিখা হয় নাই। কেননা বিছ্‌মিল্লাহ দুই সূরাকে আলাদা করার জন্য নাযিল করা হইয়াছে।" (বুখারী)

"নোট"

সূরা আন্‌ফাল তেলাওত শেষ করিয়া ছুরা বরাত তিলাওত করিতে হইলে তিনটি নিয়ম রহিয়াছে।

(১) وقف (২) وصل (৩) سكت তন্মধ্যে ৩য় নিয়ম হইতে ২য় নিয়ম উত্তম। ২য় নিয়ম হইতে ১ম নিয়ম উত্তম। অর্থাৎ وقف সর্বোত্তম (১) ওক্‌ফের নিয়ম এই; আন্‌ফাল শেষ করিয়া ওক্‌ফ করিবেন। অতঃপর আউজুবিল্লাহ পড়িয়া ছুরা বরাত পড়িবেন।

(২) وصل এর নিয়ম এই ঃ আন্‌ফাল শেষ করিয়া না থামিয়া আউজুবিল্লাহও বিছ্‌মিল্লাহ না পড়িয়া ছুরা বরাত পড়িবেন।

(৩) سكت এর নিয়ম এই ঃ উভয় ছুরার মধ্যস্থলে দুই হরকত বা এক আলিফ পরিমাণ নীরব থাকিবেন। অতঃপর দ্বিতীয় ছুরা পড়িবেন।

হরফের মাখরাজের বর্ণনা

কারী যিনি কোরআন তিলাওত করিবেন তাঁহার পক্ষে হরফ এইভাবে উচ্চারণ করা জরুরী, যাহাতে একটি হরফের আওয়াজ অন্য একটি হরফের আওয়াজের সাথে মিলিয়া না যায়, বরং পরিস্কার পার্থক্য ধরা পড়ে। কেননা মাখরাজ ব্যতীত হরফ উচ্চারণ করা কঠিন ব্যাপার। যদি কেহ মাখরাজ ছাড়িয়া উচ্চারণ করেন তবে যথাযথভাবে আদায় করা সম্ভবপর হইবে না।

মাখরাজ

'মাখরাজ' শব্দের অর্থ বাহির হইবার স্থান। আরবী হরফগুলী যে সকল নির্দিষ্ট স্থান হইতে উচ্চারিত হয় সেই স্থানগুলিকে মাখরাজ বলা হয়।

সুপ্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী মাখরাজের সংখ্যা সর্বমোট ১৭টি।

এই ১৭টি মাখরাজ ৫টি মাকামের মধ্যে রহিয়াছে। ৫টি মাকামের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) جوف জওফ (মুখের ভিতরের খালি জায়গা)
(২) حلق হলক্ব (কণ্ঠনালী)
(৩) لسان লেছান (জিহ্বা)
(৪) شفتان শাফাতান (দুই ঠোঁট)
(৫) خيشوم খাইশুম (নাসিকামুল)

প্রত্যেক মাকামের অন্তর্ভূক্ত মাখরাজের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইলঃ

	মাকামের নাম		মাখরাজে সংখ্যা
১।	جوف	জওফ	১টি
২।	حلق	হলক্ব	৩টি
৩।	لسان	লেছান	১০টি
৪।	شفتان	শাফাতান	২টি
৫।	خيشوم	খাইশুম	১টি

৫ মাকামের মধ্যে ১৭টি মাখরাজ রহিয়াছে।

মাখরাজ পরিচয় করার সহজ উপায়

কোন হরফের মাখরাজ পরিচয় করিতে হইলে সেই হরফে " যজম" বা "তশ্‌দীদ" দিয়া তার পূর্বে একটি যবর বিশিষ্ট হাম্‌যা আনিয়া উচ্চারণ করিলে যে জায়গার সাহায্যে আওয়াজ বাহির হইবে সেই জায়গাকে এই হরফের মাখরাজ মনে করিতে হইবে। যেমনঃ- اَبْ-اَبّ-اَثْ-اَتّ

মাখরাজের বিস্তারিত বিবরণ

(১) জওফ-অর্থাৎ মুখের ভিতরের খালি জায়গা, এই মাখরাজ হইতে "হুরুফে মাদ্দা" বা মদের তিনটি হরফ বাহির হয়।

(ক) "ا" আলিফ, যদি সাকিন হয় এবং তার পূর্বের হরফে যবর থাকে।

(খ) 'و' ওয়াও, যদি সাকিন হয় এবং তার পূর্বের অক্ষরে পেশ থাকে।

(গ) ی' ইয়া যদি সাকিন হয় এবং তার পূর্বের হরফে যের থাকে। যেমনঃ- نُوْحِيْهَا

নোটঃ- আলিফ, ওয়াও ইয়া যদি মদের হরফ না হয় তবে অন্যান্য মাখরাজ হইতে উচ্চারিত হইবে।

হলক্ব মাকামের ৩টি মাখরাজঃ

(২) আকছায়ে হলক্ব ঃ কণ্ঠনালীর শেষসীমা, যাহা ছিনার সহিত মিলিত আছে। এই মাখরাজ হইতে ه - ء এই দুইটি হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন- اَءْ - اَهْ

(৩) ওছতে হলক্বঃ-কণ্ঠনালীর মধ্যস্থল। এই মাখরাজ হইতে ح - ع উচ্চারিত হয়। যেমন- اَعْ-اَحْ

(৪) আদ্নায়ে হলক্ব ঃ কণ্ঠনালীর উপরের অংশ যাহা মুখের নিকটবর্তী। এই মাখরাজ হইতে غ-خ উচ্চারিত হয়। যেমনঃ-اَغْ-اَخْ হলক্ব মাকামের তিনটি মাখরাজের নক্শা

غ خ মুখ — আদনায়ে হলক্ব

ح ع — ওছতে হলক্ব

ء ه — আকছায়ে হলক্ব

ছিনা
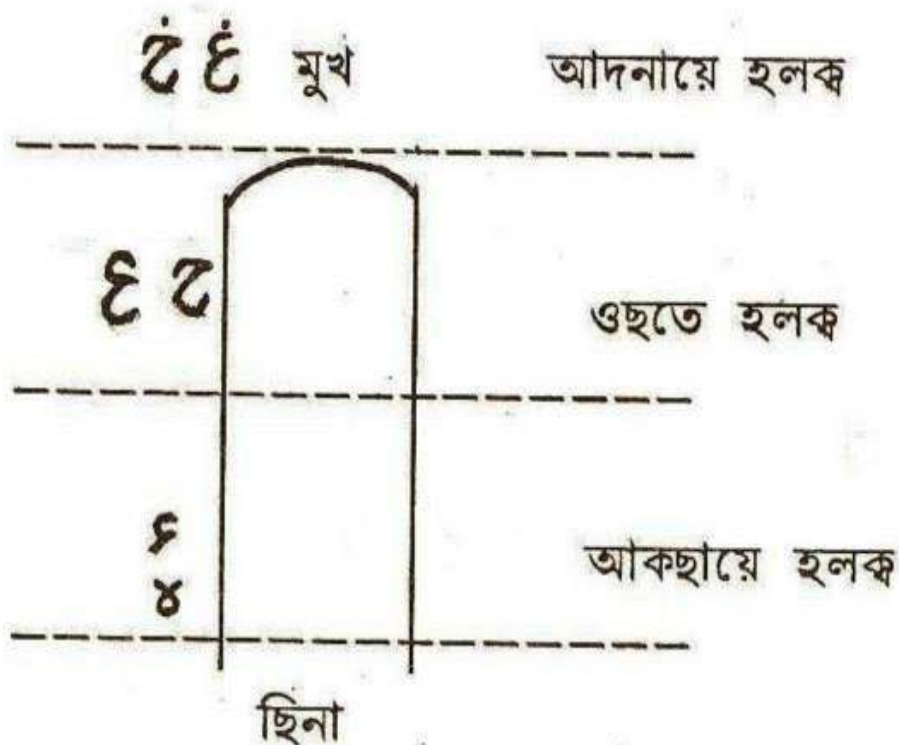
লেছান মাকামের ১০টি মাখরাজঃ

জিহ্বাকে আরবী ভাষায় لسان বলা হয়। নিম্ন বর্ণিত ১০টি মাখরাজ লেছানের সাথে সম্পর্কিত। ১০টি মাখরাজ হইতে ১৮টি হরফ বাহির হয়।

(৫) আক্‌ছায়ে লেছান, অর্থাৎ লেহাত (ছোট জিহ্বা) ও তার সোজা উপরের তালুর কিছু অংশ। এই মাখরাজ হইতে ق উচ্চারিত হয়। যেমনঃ— أَقْ

(৬) জিহ্বা মূলের নিকটবর্তী স্থান ও উহার উপরের তালুর অংশ। এই মাখরাজটি ق হরফের মাখরাজের সামান্য নিম্নে একটু মুখের দিকে সরিয়া। এই মাখরাজ হইতে ک উচ্চারিত হয়। যেমনঃ- أَكْ

(৭) ওছতে লেছানঃ- জিহবার মধ্যস্থল ও উহার সোজা উপরের তালু এই মাখরাজ হইতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন- أَجْ - أَشْ - أَىْ

নোটঃ তন্মধ্যে 'ইয়া' যদি শর্তানুসারে মদের হরফে পরিণত হয়, তবে جوف হইতে উচ্চারিত হইবে।

লেছান মাকাম হইতে বর্ণিত ৩টি মাখরাজের নক্‌শা দেওয়া হইলঃ-
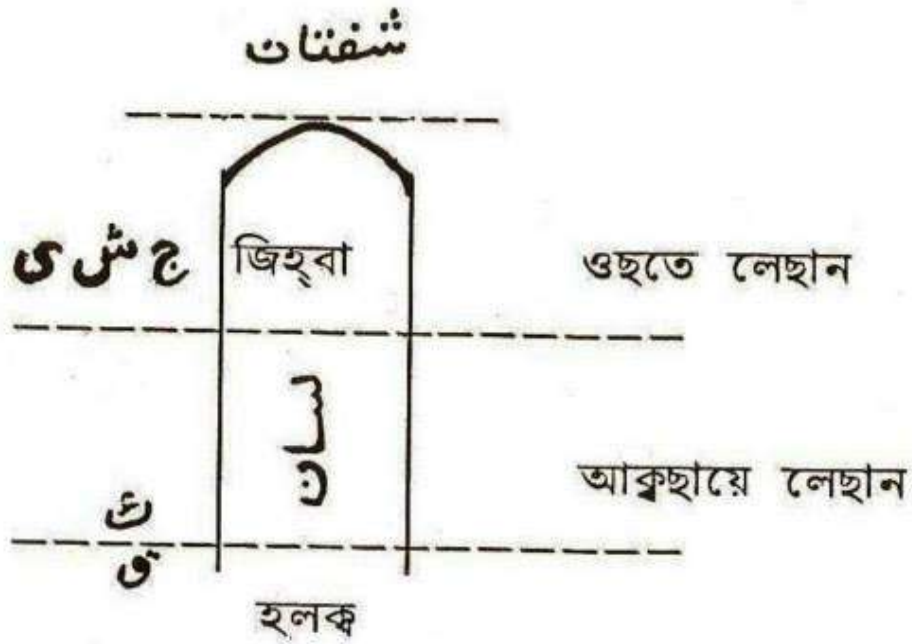
(৮) জিহবার ডান অথবা বাম কিনারা এবং আদরাছে উলীয়া বা উপরের চর্বনদন্ত পাটির মুল। এই মাখরাজ হইতে ض উচ্চারিত হয়। যেমনঃ- اَضْ কোন কোন কিতাবে এই হরফের মাখরাজের শেষ সীমানা লাম পর্যন্ত লিখা হইয়াছে।

(৯) জিহ্‌বার আগের অংশের কিনারা এবং উপরের দাঁতের মাড়ি এবং তালুর কিছু অংশ। এই মাখরাজ হইতে ل উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ- اَلْ

(১০) এই মাখরাজও লামের মাখরাজের মত। তবে লামের মাখরাজের সামান্য নিচে। এই মাখরাজ হইতে ن উচ্চারিত হয় যেমনঃ- اَنْ

(১১) জিহ্‌বার আগের অংশের পিঠ এবং উপরের ছানায়া উলীয়া নামক দুই দাঁতের মাড়ি। এই মাখরাজ হইতে ر উচ্চারিত হয়। যেমনঃ- اَرْ

(১২) জিহ্বার অগ্রভাগ এবং ছানায়া উলীয়া নামক উপরের দুইটি দাঁতের মূল এবং তালুর কিছু অংশ এই মাখরাজ হইতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। ط-د-ت যেমনঃ- أَطْ-أَدْ-أَتْ

(১৩) জিহ্বার অগ্রভাগ এবং ছানায়া উলীয়া ও ছানায়া ছুফলার দরমিয়ান। এই মাখরাজ হইতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। ز-س-ص যেমনঃ- أَزْ-أَسْ-أَصْ

(১৪) জিহ্বার অগ্রভাগ ও ছানায়া উলীয়ার অগ্রভাগ। এই মাখরাজ হইতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। ذ-ظ-ث যেমনঃ- أَذْ-أَظْ-أَثْ * شفتان অর্থাৎ দুই ঠোঁট। শাফাতানে ২টি মাখরাজ রহিয়াছে। যথাঃ-

(১) ছানায়া উলীয়া নামক দাঁতের অগ্রভাগ ও তার বরাবর নিচের ঠোঁটের ভিতরের অংশ এই মাখরাজ হইতে ف বাহির হয়। যেমন— أَفْ

(২) উভয় ঠোঁটকে মিলাইয়া ب ও م উচ্চারণ করা হয় এবং ঠোঁট সামান্য ফাঁক রাখিয়াوকে উচ্চারণ করা হয় যে و মদের হরফ নয়। যেমনঃ- أَبْ-أَمْ-أَوْ

(৩) খায়শুম হইতে কোন্ অবস্থায় কি কি বাহির হয় তাহা নিম্নে বর্ণনা করা হইলঃ-

(ক) নুন ছাকিন, তানবীন, এদগামে মালগুন্না ও এখফার অবস্থায়।

(খ) মীম যখন অন্য একটি মীমে মদ্গম হয় অর্থাৎ এদগাম মিছলাইন এর অবস্থায় আসে,

(গ) মীম যখন ' ب ' হরফের মধ্যে গোপন হয় অর্থাৎ এখফায়ে শফওয়ী অবস্থায় আসে।

উল্লিখিত অবস্থায় হরফগুলির অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং খায়শুম হইতে উচ্চারিত হয়।

মদ্গম ও মদ্গম ফিহ্

কোন হরফকে অন্য একটি হরফে এদগাম করিলে প্রথমটিকে مدغم এবং দ্বিতীয়টিকে مدغم فيه বলে। যেমন- مَن يَشَاءُ = مَنْ + يَشَاءُ এখানে ছাকিন নুন মুদগম ও ی মুদগম ফিহি। এদগামে মালগুন্না অবস্থায় মদগমের মাখরাজ হয় খায়শুম এবং দ্বিতীয় হরফ অর্থাৎ মদগাম ফিহি তার মাখরাজের মধ্যেই থাকে।

এদগাম বেলাগুন্না হইলে মদগামকে মদগাম ফিহি এর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া একটি মুশাদ্দাদ হরফে পরিণত করা হয় এবং মদগম ফিহি এর মাখরাজ হইতে উচ্চারণ করা হয়। প্রকাশ থাকে যে উভয় হরফ একই শব্দের মধ্যে থাকিলে এদগাম হইবে না।

فصل - القاب حروف کے بیان میں
القاب-হইল لقب শব্দের বহুবচন

القاب حروف-মোটঃ - ১০টি

(১)	جوفية	(৬)	نطعية
(২)	هوائيـة	(৭)	لثوية
(৩)	حلقية	(৮)	اسلية
(৪)	لهوية	(৯)	ذلقية
(৫)	شجرية	(১০)	شفوية

১। جَوْفِيَّةٌ মদের ৩টি হরফকে جَوْفِيَّةٌ বলা হয়। কেননা এই হরফগুলি جَوْف (বা মুখের ভিতরের খালি জায়গা) হইতে নির্গত হয়।

২। هَوَائِيَّة উল্লিখিত ৩টি হরফকে আবার هَوَائِيَّة বলা হয়। কেননা এই হরফগুলি উচ্চারণের শেষ পর্যায়ে হাওয়ার উপর নির্ভরশীল হয়। মদের দিকে লক্ষ্য

করিয়া হরফ ৩টিকে هَوَائِيَّة বলা হয়। جَوْف হইতে বাহির হয় বলিয়া جوفِيَّة বলা হয়।

৩। حَلْقِيَّة হরফ ৬টি حَلْق হইতে বাহির হয় বলিয়া এই ৬টি হরফকে حَلْقِيَّة বলা হয়।

৪। لَهَوِيَّة ইহার হরফ ২টি ق-ك এই দুইটি হরফ لِهَات বা ছোট জিহ্বা হইতে বাহির হয় বলিয়া لَهَوِيَّة বলা হয়।

৫। شَجَرِيَّة ইহার হরফ তিনটি ش-ج এবং যে ى মদের নয়।এই তিনটি হরফ شَجَرِفَم বা জিহবার মধ্যস্থল ও তার বিপরীত তালুর অংশ হইতে উচ্চারিত হয়।

ض দ্বোয়াদ হরফকে কেহ কেহ شَجَرِيَّة বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কেননা এই হরফের মাখরাজ জিহবার কিনারার প্রারম্ভ হইতে (আদরাছের শেষ পর্যন্ত) লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত।

৬। نِطْعِيَّة ইহার হরফ ৩টি ط-ت-د হরফগুলির মাখরাজ نطع বা তালুর গহবর ।

৭। لِثَوِيَّة ইহার হরফ ৩টি ث-ذ-ظ এই তিনটি হরফের মাখরাজ হইল জিহবার অগ্রভাগ ও ছানায়া উলয়ার অগ্রভাগ তাই لِثَوِيَّة বলা হয়।

৮। ذَلْقِيَّة ইহার হরফ ৩টি ر-ل-ن এই হরফগুলির মাখরাজ হইল ذَلْقِ لِسَان বা জিহ্বার কিনারা তাই ذَلْقِيَّة বলা হয়।

৯। أَسْلِيَّةٌ ইহার হরফ س-ز-ص এই তিনটি হরফ জিহ্বার কিনারা ও ছানায়া উলয়া ও ছুফলার মধ্যস্থল হইতে বাহির হয় বলিয়া اَسْلِيَّة বলা হয়।

১০। شَفَوِيَّةٌ ইহার হরফ চারটি و-ف-ب-م এই ৪টি হরফ شَفَتَانِ বা দুইঠোঁট হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া شَفَوِى বলা হয়

صفات حروف کے بیان میں

শাব্দিক অর্থে صفت ইহাকে বলে, যাহা কোন বস্তু অবলম্বন না করিয়া প্রকাশিত হইতে পারে না। যেমন ধবলতা, কৃষ্ণতা।

اصطلاحی معنی। ইলমে তাজবীদের পরিভাষায় ছিফত বলিতে এমন বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় যাহা হরফকে তাহার মাখরাজ হইতে বাহির করার সময় সংযুক্ত হয় যেমন, همس. شدّت. رخاوت ইত্যাদি।

ছিফাতের উপকারিতা

(ক) বিবিধ মাখরাজের হরফগুলিকে সঠিক ভাবে উচ্চারণ করা (খ) হরফগুলির আওয়াজের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য করা (গ) সবল ও দুর্বল হরফ পরিচয় করা। সুতরাং

ছিফত না থাকিলে **হরফগুলির উচ্চারণ ধ্বনি** এক রকম হইয়া চতুষ্পদ জন্তুর আওয়াজের মত (অর্থহীন) হইয়া পড়িবে।

ছিফাত কত প্রকার

সুপ্রসিদ্ধ অভিমত অনুসারে ছিফাত ১৭ প্রকার। **توسط** নামক ছিফতকে **شدّت** অথবা **رخاوت** এর অন্তর্ভূক্ত করিয়া লইলে ছিফত ১৭ প্রকার হইবে। **توسط** কে **رخاوت**-এর অন্তর্ভূক্ত করা উত্তম।

(নোটঃ- বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় **شدّت** হইতে **رخاوت** -এর সাথে **توسط** এর নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।)

১৭টি ছিফাতের নাম

(১) جَهْر	(২) هَمْس	(৩) شِدَّت
(৪) رِخَاوَت	(৫) اِسْتِعْلاء	(৬) اِسْتِفَال
(৭) اطباق	(৮) اِنْفِتَاح	(৯) اِذْلَاق
(১০) اِصْمَات	(১১) صَفِيْر	(১২) قلقلة
(১৩) لين	(১৪) اِنْحِرَاف	(১৫) تكرير

(১৬) تَفَشِّي	(১৭) اِسْتِطَالَتْ	

ছিফাতগুলিকে ২ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(১) متضاده (২) غيرمتضاده

صفات متضاده ৫টি ও তাহার বিপরীত ৫টি। নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

(১)	همس	(১)	جهر
(২)	رخاوت - توسط	(২)	شدت
(৩)	استفال	(৩)	استعلاء
(৪)	انفتاح	(৪)	اطباق
(৫)	اصمات	(৫)	اذلاق

১৭টি صفات হইতে ১০টি متضاده এবং অবশিষ্ট ৭টি হইল غيرمتضاده

غير منفصل ৪ –

صَفِيْر (১)	قَلْقَلَه (২)	لِيْن (৩)	اِنْحِرَافْ (৪)
تَكْرِيْر (৫)	تَفَشِّى (৬)	اِسْتِطَالَت (৭)	

এখন ১৭টি ছিফত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। প্রথমে منفصل ৪ ১০টি ছিফাত সম্পর্কে আলোচনা করার পর غير منفصل ৪ ৭টি সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

جَـهْـر শব্দের অর্থ জাহির করা ও খোলাখুলি বর্ণনা করা। اصطلاحى معنى হরফ সবল থাকায় উচ্চারণের সময় শ্বাস বন্ধ হইয়া যাওয়া অর্থাৎ মাখরাজের উপর হরফগুলির নির্ভর শক্ত থাকায় হরফগুলি উচ্চারণের সময় এমন ধরনের শক্তি সৃষ্টি হয়, যার ফলে শ্বাস বন্ধ হইয়া যায়।

(جَهْر ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে مجهور ৪ মাজহুরা বলা হয়)

حروف مجهورة –১৯টিঃ-

ا - ب - ج - د - ذ - ر - ز - ض - ط - ظ - ع - غ - ق - ل - م - ن
و - ء - ى -

এই ১৯টি হরফ ছাড়া বাকি হরফগুলি مهموسة
তজবীদের কোন কোন কিতাবে ১৯টি হরফকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শব্দের মধ্যে একত্রিত করিয়াছেন
ظَلَّ قَوْرٌ بِضِ اِذْ غَزَا جُنْدٌ مُطِيعٌ
(جهر সম্পর্কে আলোচনা করা হইল। এখন তাহার ضد বা বিপরীত ছিফত همس সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।) هَمْس -শব্দের অর্থ পাতলা আওয়াজ বা ক্ষীণ ধ্বনি। اصطلاحى معنى হরফ উচ্চারণ করার সময় শ্বাস জারি থাকাকে همس বলা হয়। অথাৎ মাখরাজের উপর হরফের নির্ভর দুর্বল থাকায় উচ্চারণের সময় শ্বাস অব্যাহত থাকে (همس ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে مهموسه বলা হয়।) حروف مهموسه-১০টি, এই ১০টি হরফকে জমা করিলে নিম্নরূপ হইবে। فَحَثَّهُ - شَخْصٌ - فَسَكَتَ

شدة শব্দের অর্থ قوت বা সবলতা। اصطلاحى معنى মাখরাজের উপর হরফগুলির নির্ভর পুরামাত্রায় থাকায় উচ্চারণের সময় আওয়াজ থামিয়া যাওয়া।(شدة ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে شديدة বলা হয়।) حروف شديدة মোট ৮টি। হরফগুলিকে জমা করিলে أَجِدُ قَطٍ بَكَتْ (شدة এর বিপরীত ছিফতের নাম رخاوة)

رخاوة -শব্দের অর্থ নরম। اصطلاحى معنى -মাখরাজে উপর হরফের নির্ভর দুর্বল থাকায় উচ্চারণের সময় আওয়াজ

জারী থাকা।(رخاوة)-ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে حروف رخوه বলা হয়। ইহার হরফ ১৬টি ঃ
ا - ث - ح - خ - ذ - ز - س - ش - ص - ض - ظ - غ - ف - و - ه - ى -

কোন কোন তাজবীদের কিতাবে ১৬টি হরফকে এইভাবে জমা করা হইয়াছে। خذ غث حظ فض شوص زى ساه
توسط -(এই ছিফতকে رخاوت এর অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। এই ছিফত شدة ও رخاوت উভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় রহিয়াছে, কিন্তু আওয়াজ বন্ধ হওয়ার তুলনায় জারী থাকার পরিমাণ সামান্য বেশী হওয়ায় شدة এর অন্তর্ভূক্ত না করিয়া رخاوة এর অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে) توسط শব্দের অর্থ মধ্যম অবস্থা।

اصطلاحى معنى -হরফগুলি উচ্চারণ করার সময় আওয়াজ পুরাপুরি বন্ধও হয় না, পুরাপুরি জারীও হয় না। (توسط ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে متوسطه বলা হয়।) حروف متوسطه ৫টি- ل - ن - ع - م - ر - একত্রিত করিলে হইবে- لن عمر

استعلاء শব্দের অর্থ উন্নতি ও উপরের দিকে উঠা।

اصطلاحى معنى হরফগুলি উচ্চারণ করিতে জিহ্বা উপরি তালুর দিকে উত্থিত হওয়া। استعلاء ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে حروف مستعليه বলা হয়। حروف مستعليه ৭টি خ - ص - ض - غ - ط - ق - ظ এই ৭টি হরফকে একত্রিত করিলে নিম্নরূপ হইবে। خص - ضغط - قظ

আলোচিত استعلاء ছিফতের বিপরীত ছিফতের নাম استفال। এখন استفال সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

استفال -শব্দের অর্থ পতিত করা

اصطلاحی معنی হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহ্বাকে তালু হইতে আলাদা রাখিয়া নিম্ন দিকে পতিত করা হয়। এই ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে مستفله বলা হয়। حروف مستفله মোট ২২টি।

ث-ب-ت-ع-ز-م-ن-ى-ج-و-د-ح-ر-ف-
ه-ء-ذ-س-ل-ش-ك-ا-

এই ২২টি হরফকে একত্রিত করিলে নিম্নরূপ হইবেঃ-

ثَبَتَ عِزُّ مَنْ يَجُوْدُ حَرْفَهُ اِذْ سَلَّ شَكَا

اطباق -শব্দের অর্থ একত্রিত করা যুক্ত করা। اصطلاحی معنی হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বার কিনারাকে তালুর অংশের সহিত মিলানো(اطباق ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে مطبقه বলা হয়)

حروف مطبقه ৪টি ঃ-

ص-ض-ط-ظ বাকি হরফগুলি منفتحه

اِنْفِتَاح -শব্দের অর্থ পৃথক করা।

اصطلاحی معنی হরফ উচ্চারণ করার সময় তালু ও জিহবার মধ্যস্থল খুলা রাখাকে انفتاح বলে। (এই ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে منفتحه বলা হয়) حروف منفتحه মোট২৫টি

م - ن - ء - خ - ذ - و - ج - د - س - ع - ة - ف - ز - ك - ا -
ح - ق - ل - ه - ش - ر - ب - غ - ى - ث

২৫টি হরফকে একত্রিত করিলে নিম্নলিখিত শব্দগুলি হইবে-

مَنْ اَخَذَ وَجَدَ سَعَةً فَزَكَا حَقٌّ لَهُ شُرْبُ غَيْثٍ -

اذلاق-শব্দের অর্থ কিনারা।اصطلاحی معنی হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহবা ও ঠোঁটের কিনারার উপর নির্ভর করা।
اذلاق ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে مذلقه বলা হয়। حروف مذلقه মোট ৬টি

ف - ر - م - ن - ل - ب

এই ৬টি হরফকে জমা করিলে নিম্নরূপ হইবে- فَرِمَنْ لُبٍّ
এই ৬টি হরফের মধ্যে ৩টি হরফ ب - م - ف এর সম্পর্ক ঠোঁটের কিনারার সহিত রহিয়াছে। বাকী ن-ر-ل ৩টি হরফ এর সম্পর্ক জিহ্বার কিনারার সহিত রহিয়াছে।
ছিফতের বিপরীত হইল اصمات -শব্দের অর্থ নিষেধ করা, বাধা প্রদান করা। اصطلاحی معنی হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহবা ও ঠোঁটের কিনারার উপর নির্ভর করাকে মানা বা নিষেধ করা। প্রকাশ থাকে যে কেবল মাত্র اصمات ছিফত বিশিষ্ট অক্ষর দ্বারা আরবী পাঁচ হরফি শব্দ ও ছয় হরফি শব্দ গঠিত হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কমপক্ষে একটি اذلاق ছিফত বিশিষ্ট হরফ তার সাথে যুক্ত না হয়।
(নোট- "اعتماد على منع الانفراد")

انفراد -শব্দের অর্থ একক বা এক জাতীয় হওয়া। منع শব্দের অর্থ বাধা প্রদান করা বা নিষেধ করা। اعتماد অর্থ নির্ভর।

মোট কথা اصمات ছিফতের ৫টি অথবা ৬টি অক্ষর দ্বারা আরবী কোন শব্দ গঠন করাকে বাধা প্রদান করার উপর এই ছিফতের নির্ভর বা বাধা দেওয়াই এই ছিফতের মূলনীতি।

إِصْمَات -ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে مصمته বলা হয়।

مصمته সর্বমোট ২৩টি

ج - ز - غ - ش - س - ا - خ - ط - ص - د - ت - ق - ث - ی
ذ - و - ع - ظ - ه - ی - ح - ض - ك

২৩টি হরফকে একত্রিত করিলে নিম্নরূপ হইবে।-

جُزْغَشٍّ سَاخِطٍ - صِدْ ثِقَةً اِذْ وَعَظَهُ يَحُضُّكَ -

(১০টি متضاد ছিফতের বর্ণনা করা শেষ হইল। তারপর ৭টি غير متضاد ছিফতের বর্ণনা হইতেছে।)

صفير -শব্দের অর্থ চড়ুই পাখীর আওয়াজ। اصطلاحی معنی হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহবার অগ্রভাগ সংযোগে ছানায়া দন্তের অগ্রভাগ হইতে শক্তির সহিত যে আওয়াজ বাহির হয়। এই ছিফতের হরফ ৩টি- س - ز - ص

قلقله শব্দের অর্থ নাড়া দেওয়া কম্পিত হওয়া।

اصطلاحی معنی হরফগুলি মাখরাজে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার

পর এক ধরনের (অতিরিক্ত) আওয়াজ সৃষ্টি হয় তাহাকে قلقله বলা হয়।

(নোটঃ- قلقله ছাকিন অবস্থায় হয়।) ইহার হরফ ৫টি ق-ط-ب-ج-د এই ৫টি হরফকে জমা করিলে قُطْبُ جَدٍّ হয়।

(قلقله দুই প্রকার-(১) قلقله كبرى (২) قلقله صغرى
কলকলার হরফ যদি শব্দের মাঝখানে থাকে তবে ইহাকে قلقله صغرى বলা হয়। যেমন يَقْطَعُوْنَ-يَطْمَعُوْنَ কলকলার হরফ যদি শব্দের শেষে হয় তবে قلقله كبرى বলা হয়। যেমন صِرَاطْ - اَمْشَاجْ - خَلَائِقْ

لين -শব্দের অর্থ নরম। اصطلاحى معنى হরফকে অনায়াসে নরমভাবে তাহার মাখরাজ হইতে উচ্চারণ করাকে لين বলা হয়। حروف لين ২টি। و -ছাকিন তার পুর্বের হরফে যবর এবং- ى ছাকিন তার পুর্বের হরফে যবর। যেমন- خَوْفٌ - مَوْتٌ - بَيْتٌ

اِنْحِرَاف -শব্দের অর্থ ঝুকিয়া পড়া, ধাবিত হওয়া। اصطلاحى معنى। হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহবার কিনারার দিকে ঝুকিয়া পড়া। ইহার হরফ ২টি- ر-ل

تكرير শব্দের অর্থ পুনরাবৃত্তি, পুনঃ পুনঃ।

اصطلاحى معنى। জিহ্বাকে কম্পিত করা।অর্থাৎ উচ্চারণ করার সময় জিহবা কম্পিত হওয়াকে تكرير -বলে। ইহার হরফ একটি) ' ر '

(নোটঃ- তাজবীদের কিতাব সমূহে এই ছিফত প্রয়োগ না করার জন্য বলা হইয়াছে বিশেষ করিয়া ر হরফ যখন

মুশাদ্দদ হয়। কেননা تكرار করিলে একটি হরফ উচ্চারণ করিতে কয়েকটি হরফ হইয়া যাইবে।

تفشّى শব্দের অর্থ ছড়াইয়া দেওয়া। اصطلاحى معنى হরফ উচ্চারণ করার সময় মুখের ভিতর হাওয়াকে ছড়াইয়া দেওয়া। এই ছিফতের হরফ একটি- ش

استطالت শব্দের অর্থ বিস্তৃত করা। اصطلاحى معنى জিহবার কিনারার প্রথম প্রান্ত হইতে শেষ পর্যন্ত আওয়াজ বিস্তৃত করা। ইহার হরফ একটি- ض

دوتنبيه

(১) পরিশিষ্ট-১৭টি ছিফতকে ২ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(ক) قوى (খ) ضعيف

قوى ছিফত মোট ১১টি

১	৫ جهر	৯ اطباق	تكرير
২	৬ شدت	১০ صفير	تفشّى
৩	৭ اصمات	১১ قلقله	استطالت
৪	৮ استعلاء	انحراف	

ضعيف ছিফত ৬টি انفتاح - استفال -

رخاوت مع التوسط - همس - اذلاق - لين

تنبيه ثانى আরবী বর্ণমালাকে ছিফতের সংখ্যা হিসাবে ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(১) কয়েকটি হরফের ছিফত সংখ্যা ৫টি। এই ৫টি ছিফত متضاده শ্রেণীর (২) কয়েকটি হরফের ছিফত সংখ্যা ৬টি। তন্মধ্যে ৫টি متضاده ও ১টি غير متضاده

(৩) একটি হরফের ছিফত সংখ্যা ৭টি। তন্মধ্যে ৫টি متضاده ও ২টি غير متضاده

৫ ছিফত বিশিষ্ট হরফের সংখ্যা ১৪টি–

ء - ت - ث - ح - ذ - ظ - ع - غ - ف - ك - م - ن - ه - خ

এবং মদের ৩টি হরফ।

৬ ছিফত বিশিষ্ট হরফ ১১টি

ب - ج - د - ز - س - ش - ص - ض - ط - ق - ل

ও و গয়র মাদ্দা। ৭ছিফত বিশিষ্ট হরফ ১টি– ر

(নোটঃ- প্রত্যেকটি হরফে কমপক্ষে ৫টি متضاده ছিফত রহিয়াছে। তবে ১ম শ্রেণীতে غير متضاده নাই। ২য় শ্রেণীতে ১টি غير متضاده ও ৩য় শ্রেণীতে ২টি غير متضاده রহিয়াছে।

ছিফত বাহির করার একটি সহজ নিয়ম হইল এইঃ- কোন একটি হরফের ছিফত কি কি তাহা জানিতে হইলে একটি ছিফত যেমন جهر কে লইতে হইবে। যদি দেখা যায় যে جهر আছে তবে তার বিপরীত ছিফত همس হইবে না। এইভাবে ছিফতগুলি বাহির করা সহজ হইবে।

مخارج حروف مع الصفات

القول السديد কিতাবে প্রত্যেক হরফের لقب সম্পর্কে আলোচনা করার পর প্রত্যেক হরফের ছিফত বর্ণনা করা হইয়াছে। অনুবাদ করার সময় ছিফতের তালিকা প্রথম দেওয়া হইল।

لقب	عدد	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	حرف
حلقى	٥	×	×	اصمات	انفتاح	استفال	شدة	جهر	أ
شفوى	٦	×	قلقله	اذلاق	„	„	„	„	ب
نطعى	٥	×	×	اصمات	„	„	„	„	ت
لثوى لسانى	٥	×	×	„	„	„	همس	رخاوت	ث
شجرى	٦	×	قلقله	„	„	„	شدة	جهر	ج

حلقی	৫	×	×	اصمات	انفتاح	استفال	رخاوت	همس	ح
,,	৫	×	×	,,	,,	استعلاء	,,	,,	خ
نطعی	৬	×	قلقلہ	,,	,,	استفال	شدة	جهر	د
لثوی	৫	×	,,	,,	,,	,,	رخاوت	جهر	ذ
ذلقی	৭	انفتاح	تكرير	انحراف	اذلاق	,,	طوسط	جهر	ر

فصل تفخیم اور ترقیق کے بیان میں

تفخيم শব্দের অর্থ পুর বা পরিপূর্ণ করা। হরফ কে বলিষ্ট রূপে উচ্চারণ করাকে تفخيم বলা হয়। ترقيق তাহার বিপরীত অর্থাৎ হরফকে পাতলা করিয়া উচ্চারণ করা।

যে হরফের মধ্যে تفخيم হয় তাহাকে مُفَخَّمْ ওযে হরফের মধ্যে ترقيق হয় তাহাকে مُرَقَّقْ বলা হয়।

استعلاء ছিফত বিশিষ্ট ৭টি হরফ مُفَخَّم বা পুর। ৭টি হরফকে একত্রিত করিলে خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ হয়। এই সাতটি হরফের মধ্যে اطباق ছিফাত বিশিষ্ট ৪টি হরফ অপেক্ষাকৃত অধিক পুর। এই ৪টি হরফ ط ظ ص ض-تفخيم এর ছয়টির স্তর রহিয়াছে ৬টি স্তরের মধ্যে সব চেয়ে সবল ও উন্নত হইল

যে হরফটিতে যবর হইয়াছে ও তাহার সাথে আলিফ হইয়াছে। যেমন- خَاشِعِيْنَ - قَانِتِيْنَ - صَادِقِيْنَ

২য় স্তর -যে হরফটিতে যবর আছে কিন্তু আলিফ যুক্ত হয় নাই। যেমন- ظَهَرَ - غَفَرَ - قَعَدَ - غَشِيَ ইত্যাদি।

৩য় স্তর-যে হরফে পেশ রহিয়াছে-যেমন-

خُلْدِ - قُرْاٰنٌ - غُفْرَانَكَ - صُنْعَ اللّٰهِ

৪র্থ স্তর-যে হরফ যবর বা পেশের পর ছাকিন হইয়াছে-যেমন- يُطْفِؤُنَ - اَخْرَجَ

৫ম স্তর- كسرہ اصلی বা আসল যের এর পর ছাকিন হইয়াছে। اَفْرِغْ - فِيْ بِضْعِ

অথবা- كسره عارض বা সাময়ীক যের এর পর ছাকিন হইয়াছে যেমন- اَوِخْرُجُوْا - اَنِ اقْتُلُوْا

উল্লেখিত ৫ম স্তরের পার্থক্য কেবলমাত্র ৩টি হরফের বেলায় প্রযোজ্য ق - خ - غ অন্য চারটি মুত্বাকার হরফের বেলায় নয়।

৬ষ্ঠ স্তর- যের বিশিষ্ঠ হরফ যেমন-

تَقِيًّا - خِيْفَةً - صِلِيًّا - بَغِيًّا

كسره বা যের দ্বারা ق - خ - غ বিশেষ প্রভাবিত হয়। যদি ও এই তিনটি হরফ মুলতঃ পুর কিন্তু كسره বা যের এই

হরফ তিনটির মধ্যে আসিলে كسره বা যের এর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বারিক পড়া উত্তম।

পুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে حروف مفخم বা পুর হরফ استعلاء ছিফাত বিশিষ্ট ৭টি হরফকে বলা হয়। এই সাতটি ছাড়া ২২টি হরফকে مرقق বা বারিক বলা হয়। ২২টি হরফ একত্রিত করিলে নিম্নরূপ হইবে।

ثَبَتَ عِزُّ مَنْ يَّجُوْدُ ﴿ حَرْفَهٗ اِذْ سَلَّ شَكَا

উল্লেখিত ২২টি হরফ مرققه مستفله তবে ل ও ر এই দুইটি হরফ কোন কোন সময় পুর হইয়া যায়।

মদের الف তার পূর্ববর্তি হরফের আয়ত্বাধীন থাকিবে। পুর হরফের পর আসিলে পূর হইবে এবং বারিক হরফের পর আসিলে বারিক হইবে।

পুরের মিছাল— خَاشِعِيْنَ صَابِرِيْنَ فِى السَّرَّاءِ

বারিকের মিছাল - لَاأُقْسِمُ - يَاأَيُّهَا - هَاأَنْتُمْ

فصل لام اور راءکے حکم میں

ل ও ر হরফের নিয়মঃ-

ل ও ر উভয় হরফ استفال ছিফত বিশিষ্ট। তাই আসল হরফ দুইটি বারিক। কিন্তু কোন কোন সময় সাময়ীকভাবে হরকতের কারণে পুর হইয়া থাকে।

লাম কোন সময় পুর ও কোন সময় বারিক হয়ঃ—
الله শব্দের ل এর পূর্বে যবর কিংবা পেশ থাকিলে পুর হইবে। যেমন- يَعْلَمُهُ اللهُ - عبد الله - والله

উল্লেখিত অবস্থা ছাড়া সর্বাবস্থায় বারিক হইবে।
যেমন- بِسْمِ اللهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ - قُلِ اللّٰهُمَّ

''রা'' পুর ও বারিক কোন সময় হয়ঃ-

(১) ر হরফে যবর বা পেশ থাকিলে وقف ও وصل উভয় অবস্থায় পুর হইবে। যেমন- عُرُبًا أَتْرَابًا

(২) ر যদি ছাকিন হয় ও তার পূর্বে যবর বা পেশ থাকে তবে পুর হইবে। যেমন- قَرْنٍ - قُرْاٰنٌ - تَرْهِبُوْنَ

(৩) ر ওয়াকফের অবস্থায় ছাকিন হইলে এবং তাহার পূর্বে যবর বা পেশ থাকিলে পুর হইবে। যেমন—
اَلْقَمَرُ - النُّذُرُ - لِلْبَشَرِ

(৪) ر ওয়াকফের কারণে ছাকিন হইলে এবং তাহার পূর্বের হরফ ছাকিন হইলে এবং তার পূর্বের হরফে যবর বা পেশ থাকিলে ر পুর হইবে। যথাঃ- خُضْرٌ - الْعَصْرُ

(৫) ر ওয়াকফের কারণে ছাকিন হইলে তার পূর্বে واو ছাকিন অথবা الف থাকিলে তার পূর্বে যবর বা পেশ

থাকিলে পুর হইবে।যেমন اَبْرَار - شَكُوْر অথবা ر ছাকিনের পুর্বে অস্থায়ী যের থাকিলে যেমন—

اَمِ ارْتَابُوْا - اِنِ ارْتَبْتُمْ -

(৬) যদি ر ছাকিন হয় ও তার আগের হরফে —আসল কাছরা-বা যের থাকে এবং ر হরফের পরেই — استعلاء ছিফত বিশিষ্ট কোন হরফ থাকে এবং এই হুরফটি মকছুর অর্থাৎ যের যুক্ত না হয়। যেমন- فِرْقَة -مِرْصَاد- قِرْطَاس তবে شعراء ছুরায় যে كُلُّ فِرْقٍ আসিয়াছে উহার ر পুর বা-বারিক উভয় অবস্থায় পড়া জায়েয। কেননা ر হরফের পরেই استعلاء ছিফাত বিশিষ্ট হরফ আসিয়াছে তাই ر পুর পড়া যাইবে। استعلاء ছিফাত বিশিষ্ট হরফটিতে যের থাকায় বারিক পড়া যাইবে উভয় অভিমতই নির্ভরযোগ্য।তবে বারিক পড়া উচ্চারণের পক্ষে সহজ।

اُدْخُلُوْا مِصْرَ - وَعَيْنَ الْقِطْرِ -

উল্লেখিত ২ আয়াতের শেষের ر পুর হইবেনা বারিক হইবে এই সম্পর্কে উলামাগণের মধ্যে ২টি মত রহিয়াছে।

১ম অভিমত অনুসা.র ر বারিক পড়িতে হইবে। কেননা এই অভিমত যাহারা পোষণ করেন তাহারা—

ر হরফের পুর্বে استعلاء ছিফত বিশিষ্ট হরফটিতে গুরুত্ব না দিয়া তার পূর্বে আসল যের এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। যেহেতু ر হরফের আগের ছাকিন

হরফটির আগের হরফে যের রহিয়াছে তাই বারিক পড়িয়াছেন)

২য় অভিমত অনুসারে উল্লেখিত দুই আয়াতের শেষের ر কে পুর ওবারিক উভয় অবস্থায় পড়া যায়েজ। পুর এইজন্য যে ওয়াকফের অবস্থায় ر ছাকিন হইয়াছে এবং তাহার পূর্বে استعلاء ছিফত বিশিষ্ট হরফ রহিয়াছে। বারিক এই জন্য যে ر হরফ ওয়াকফের অবস্থায় ছাকিন হইয়াছে এবং তাহার আগে আছলী কছরা রহিয়াছে।

অনেকে আবার مِصْرًا শব্দের ر কে পুর ও عَيْنَ الْقِطْرِ এর ر কে বারিক পড়াকে প্রধান্য দিয়াছেন। কেননা وصل অবস্থায় (মিলাইয়া পড়ার সময়) مِصْرًا শব্দের ر মাফতুহ বা যবর যুক্ত রহিয়াছে এবং অনুরূপ অবস্থায় عَيْنَ الْقِطْرِ - এর ر মকছূর বা যের যুক্ত রহিয়াছে। উল্লেখিত অভিমত নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রসিদ্ধ।

ر –রা বারিক হয়–

(১) ر হরফে وصل অবস্থায় (মিলাইয়া পড়ার সময়) যের থাকিলে বারিক হয়। আসল যের হউক বা অস্থায়ী যের হউক–ر বারিক হইবে।

আসল যের এর উদাহরণঃ- الرِّجَالُ - الرِّزْقُ -

অস্থায়ী যের এর উদাহরণঃ-

أَنْذِرِ النَّاسَ

(২) ر যদি ছাকিন হয় এবং তার আগের হরফে আসল কছরা থাকে এবং 'রা' হরফের استعلا ছিফাত বিশিষ্ট কোন হরফ না থাকে অথবা استعلا ছিফত বিশিষ্ট হরফটি ر হরফের পরে না আসিয়া দুরে আসে তবে ر 'রা' বারিক হইবে। যেমন-

فَاصْبِرْ صَبْرًا - مِرْفَقًا

(৩) ر যদি ওয়াক্ফের কারণে ছাকিন হয় ও তাহার পুর্বে ى ছাকিন থাকে তবে ر বারিক হইবে। ى ছাকিনের আগের হরফে যবর হউক বা যের হউক ইহাতে কোন অসুবিধা হইবে না। যেমন- - قَدِيْرْ خَيْرْ -

পরিশিষ্টঃ- بقرة ছুরায় يَبْصُطُ ও اعراف ছুরায় بَصْطَةً শব্দদ্বয়ের ص স্থলে س পড়া হয়। ইমাম হাফছ (রঃ) হইতে শাতবীর সনদ মাধ্যমে এই অভিমত উল্লেখ করা হইয়াছে। طور ছুরায় مُصَيْطِرُوْنَ শব্দের ص কে ص ও س পড়া জায়েয। غاشيه ছুরায় بِمُصَيْطِرٍ শব্দের ص কে ص পড়িতে হয়।

নুন ছাকিন ও তান্‌বীনের অবস্থা পাঁচটিঃ-

(১)	اظهار حقيقى	(ইজহারে হাকিকী)
(২)	اخفائے حقيقى	(এখফা-ই-হাকিকী)
(৩)	ادغام مع الغنه	(এদগাম মা -ল গুন্নাহ)

(৪)	ادغام بلا غنه	(এদগাম বেলা গুন্নাহ)
(৫)	اقلاب	(এক্বলাব)

اظهار حقيقى ইজ্‌হার শব্দের অভিধানিক অর্থ প্রকাশ করা। তাজবীদের পরিভাষায় حرف কে গুন্না ব্যতীত তার মাখরাজ হইতে উচ্চারণ করা।

ইজহারে হাক্বিক্বীর حرف ছয়টিঃ-

ء - ه - ح - خ - ع - غ

ছয়টি حرف হরফ হইতে কোন একটি হরফের পুর্বে نون ساكن অথবা تنوين আসিলে ইজহারে হাকিকি বা ইজহারে হলকি হয়। নিম্নে এমন কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা যাইতেছে যেগুলিতে একই শব্দে نون ساكن এর পর ইজহারের حرف না আসিয়া পরের শব্দের শুরুতে আসিয়াছে। যেমন-

مَنْ اٰمَنَ - مِنْ هَادٍ - مِنْ عَقْلٍ - مِنْ حَدِيْدٍ

مِنْ غِلٍّ - مِنْ خَيْرٍ

অতঃপর এমন কয়েকটি উদাহরণ পেশ করিতেছি যে গুলিতে نون ساكن ও اظهار -এর হরফ একই শব্দে আসিয়াছে। যেমন-

يَنْعِقُ - يَنْهَوْنَ - يَنْئَوْنَ - الْمُنْخَنِقَةُ -

يَنْغِضُوْنَ - يَنْحِتُوْنَ -

নুন ছাকিনের মত ইজহারের স্থলে তান্‌বীন, ইজহারের হরফের সহিত একই শব্দে আসে না, কেবল মাত্র তান্‌বীনের পর অন্য শব্দের শুরুতে ইজহারের حرف আসে। যেমন ঃ-

رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ - جُرُفٍ هَارٍ - سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

تِجَارَةً حَاضِرَةً - عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ - عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

نون ساكن ও تنوين -এর মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। নুন ছাকিন وقف وصل এবং উচ্চারণের সময় ও লিখিতে বিদ্যমান থাকে। তান্‌বীন কেবল মাত্র উচ্চারণ ও وصل অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

اخفاء এখ্‌ফা শব্দের অর্থ গোপন করা। পরিভাষিক অর্থে ছাকিন حرف কে ইজহার ও এদগামের মধ্যবর্তী অবস্থায় এমনভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে যেন حرف টি তাশদিদ মুক্ত হয় এবং গুন্নাহ অব্যাহত থাকে।

اخفائ حقيقى হরফ পনরটি। حرف গুলি একত্রিত করিলে নিম্নরূপ হইবে।

س ت ج ز ص د ك ف ث ق ض ط ظ ش ذ

نون ساكن অথবা تنوين এর পূর্বে উক্ত পনরটি হরফ হইতে কোন একটি حرف থাকিলে اخفاءٔ حقيقى হয়। নুন ছাকিন ও এখ্ফার حرف দুইটি শব্দে আসিয়াছে এমন কয়েকটি মিছাল নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

مِنْ سَعَةٍ - مَنْ تَابَ - مَنْ جَاءَ - فَاِنْ زَلَلْتُمْ -
مَنْ صَلَحَ - مِنْ دَابَّةٍ - مَنْ كَانَ - فَاِنْ فَعَلْتَ -
مِنْ ثَمَرَةٍ - مِنْ قَبْلُ - مِنْ ضُرٍّ - مِنْ طَيِّبَاتِ - مَنْ
ظَلَمَ - فَمَنْ شَاءَ - مِنْ ذِكْرٍ -

اخفاءِ نون ساكن এর হরফ একই শব্দে আসিয়াছে। নিম্নে মিছাল সমূহ প্রদত্ত হইল ঃ- اِنْسٌ - اَنْتُمْ - تُنْجِى - اَنْزَلَ
يَنْصُرُوْنَ - اَنْدَادًا - مِنْكُمْ - يُنْفِقُوْنَ - مَنْشُوْرٌ - يَنْطِقُوْنَ -

তান্বীন এর উদাহরণঃ-

فَوْجٌ سَأَلَهُمْ - قَوْمًا صَالِحِيْنَ - قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ -
يَوْمًا كَانَ - وَاحِدَةٌ فَاِذَا - شَهِيْدٌ اِثْمٌ - صَالِحًا فَالَ -
قِسْمَةٌ ضِيْزَى - حَلَالًا طَيِّبًا - ظِلَالًا - اُمَّةٌ شَهِيْدٌ
يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ -

'এদ্গাম' শব্দের অভিধানিক অর্থ কোন বস্তুকে অন্য বস্তুতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া। তাজবিদের পরিভাষায় এদগাম

বলিতে বুঝায় একটি হরফকে অন্য একটি হরফের মধ্যে এমনভাবে ঢুকাইয়া দেওয়া,যাহাতে একই 'হরফ' এ রূপান্তরিত হয়। এদগামে মাল গুন্নাহ্ এর হরফ চারটি। হরফ গুলিকে একত্রিত করিলে يَنْمُوْ হয়।নুন্ ছাকিন অথবা তান্বীন এই চারিটি হরফ হইতে কোন একটি হরফ এর পুর্বে আসিলে এদগামে মালগুন্না হয়।নুন্ ছাকিন্ এর মিছাল - مَنْ يَّعْمَلْ তান্বীন এর মিছাল حِطَّةٌ نَّغْفِرْلَكُمْ. এদগাম এ মাল গুন্নাহ্ কেবল মাত্র দুই শব্দে হইয়া থাকে অর্থাৎ একই শব্দে নুন ছাকিন এর পর এদগাম এর হরফ و এবং ى আসিলে এদগাম হয় না। যেমন–

دُنْيَا - صِنْوَانٌ - قِنْوَانٌ - بُنْيَانٌ

এই স্থলে এদগাম না করিয়া নুন্ ছাকিনকে ইজহার করিতে হয়। ইহাকে ইজহারে মুতলক বলা হয়।

এদগামে বেলা গুন্নাহ এর হরফ দুইটি ل - ر নুন্ছাকিন نون ساكن অথবা তান্বীন এই দুইটি হরফ হইতে কোন একটি হরফ এর পুর্বে আসিলে এদগামে বেলা গুন্নাহ হইবে। নুন ছাকিনের মিছাল–

مِنْ لَّدُنْ - مِنْ رَّبِّهِمْ -

তান্বিনের মিছাল–

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

এদগামে বেলাগুন্নাহ্ কেবল মাত্র দুই শব্দের মধ্যে হইয়া থাকে। "এক্বলাব"

এক্বলাব-শব্দের অর্থ কোন কিছুর আসল রূপকে পরিবর্তন করা। তজবীদের পরিভাষায় নুন্ ছাকিন অথবা তান্বীন কে 'মীম' হরফে রূপান্তরিত্ করিয়া উচ্চারণ করা। এক্বলাবের হরফ মাত্র একটি "ب"। 'ب' হরফের পূর্বে নুন্ ছাকিন অথবা তান্বীন আসিলে উক্ত নুন্ ছাকিন তানবীনকে 'মীম' হরফে রূপান্তরিত করিয়া গুন্নাহ্‌র সহিত উচ্চারণ করিতে হয়। ইহাকে এক্বলাব বলে।

দুই শব্দে আসিয়াছে তার উদাহরণঃ- مِنْ بَعْدِ

একই শব্দে আসিয়াছে তার উদাহরণঃ- يُنْبِتُ

তান্বীন-এর উদাহরণঃ عَلِيْمٌ بِمَا

মীম ছাকিনের হুকুম

মীম ছাকিনের তিন অবস্থা-(১) اظهار شفوى
(২) ادغام مثلين صغير (৩) اخفاء شفوى

ইযহারে শফওয়ী এর হরফ ২৬টি ب ও م ব্যতীত আরবী বর্ণমালার সব কয়টি হরফ।

মীম ছাকিন যখন এই হরফগুলি হইতে কোন একটির পুর্বে আসে তখন ইজহারে শফয়ী হয়।

মিছাল- أَمْ جَعَلُوا - تَمْتَرُونَ - أَمْ آتَيْنَا - فِي أَوْلَادِكُمْ - ثَلَاثَةً - أَمْ هُمْ خَيْرٌ - عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ - رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ - لَهُمْ دِينُهُمْ -

ইয্‌হারে শফওয়ী কোন সময় দুই শব্দের মধ্যে হয় আবার কোন সময় একই শব্দে হয়।

এখ্‌ফায়ে শফয়ী

মীম ছাকিনের পর ب হরফ আসিলে (إِخْفَاءِ شَفَوِىْ) এখ্‌ফায়ে শফয়ী হয়।

যেমনঃ- هُمْ بِالْآخِرَةِ এখ্‌ফায়ে শফয়ী কেবল মাত্র ২ শব্দের মধ্যে হয়।

অর্থাৎ ১ম শব্দের শেষে মীম ছাকিন ও ২য় শব্দের শুরুতে ب হরফ আসে।

এদ্‌গাম মিছলাইন ছগীর

মীম ছাকিনের পর "মীম" আসিলে এদগাম মিছলাইন ছগীর হয়। যেমনঃ- لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ যদি দুইটি হরফের মাখরাজ, ছিফাত ও জাত (মূল রূপ) সমান হয় এবং ১ম হরফ ছাকিন ও ২য়হরফ হরকত বিশিষ্ট হয় তবে এদ্‌গাম মিছলাইন ছগীর হইবে। যেমনঃ-

اِذْهَبْ بِكِتَابِىْ - اُذْكُرْ رَبَّكَ - قَدْ دَّخَلُوا -
فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ - اِذْ ذَّهَبَ -

لَنْ نَّدْعُوَا - يُوَجِّهْهُ - يُدْرِكْكُمْ - قُلِ اللّٰهُمَّ

প্রকাশ থাকে যে প্রথম ছাকিন হরফটি যদি মদের হরফ হয় তবে এদ্‌গাম হইবে না। যেমনঃ- فِيْ يَوْمٍ
এখানে দুইটি ى ইয়া পূর্বের শর্ত মুতাবিক আসিয়াছে সত্য কিন্তু প্রথম হরফটি মদের তাই এদগাম হয় নাই। ইহার কারণ এই যে এদগাম করিলে মদ নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি উভয় হরফ হরকতযুক্ত হয় তবে মিছলাইন কবির হইবে। যেমনঃ-

ذِكْرُ رَحْمَةِ - رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ - جِبَاهُهُمْ - مَنَاسِكَكُمْ -

ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ - أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ - قَالَ لَهُمْ - فَنُنَبِّئُهُمْ

যদি ১ম হরফ হরকত যুক্ত ও ২য় হরফ ছাকিন হয় তবে মিছলাইন কবির হইবে। যেমনঃ-

تُشْطِطْ - فَعَزَّزْنَا - رَدَدْنَا - حَاجَجْتُمْ - تَتْرَى -

مَمْنُوْنٌ - لَلْعُدٰى

এদগাম মুতাকারিবাইন ছগির

যদি একটি হরফের মাখরাজ অন্যটির নিকটবর্তী হয় ও ছিফত ভিন্ন হয় অথবা মাখরাজ ও ছিফত নিকটবর্তী হয়

এবং ১ম হরফ ছাকিন ও ২য় হরফ হরকতযুক্ত হয় তবে এদগাম মুতাকারিবাইন ছগির হইবে। যেমনঃ-

بَلْ رَّبُّكُمْ - قُلْ رَّبِّ

মুতাকারি বাইন কবির

যদি উভয় হরফ হরকত যুক্ত হয় তবে মুতাকারিবাইন কবির متقاربين كبير হইবে। যেমনঃ

قَالَ رَبِّ-رُسُلُ رَبِّكَ

এদগাম মুতাকারিবাইন কামিল

مرسلات ছুরার اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ পাঠ করার ২টি নিয়ম রহিয়াছে ق হরফকে সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়া ك হরফে তশদিদ দিয়া উচ্চারণ করা।ইহাকে এদগাম মুত্কারিবাইনে কামিল বলা হয়।

এদগাম মুতাকারিবাইন নাক্বিছ

অন্য পদ্ধতি হইল ق হরফকে ইজহার ও এদগামের মধ্যবর্তী অবস্থায় উচ্চারণ করা। ইহাকে এদগামে মুতাকারিবাইন নাক্বিছ বলা হয়।

এদগাম মুতাজানিছাইন ছগির

যদি দুইটি হরফ একই মাখরাজের হয় এবং ছিফত ভিন্ন হয় অথবা তার বিপরীত হয় তবে এমতাবস্থায় ১ম হরফ ছাকিন ও ২য় হরকত বিশিষ্ট হইলে ইহাকে এদগাম মুতাজানিছাইন ছগির বলা হয়। যেমনঃ- قَدْ تَّبَيَّنَ -

মুতাজানিছাইন কবির

যদি উভয় হরফ হরকতযুক্ত হয় তবে মুতাজানিছাইনকবির বলা হয়। উপরের অধ্যায় আলোচনা করা হইল। (১) এদগালমে মিছলাইন ছগির (২) মিছলাইন কবির (৩) এদগাম মুতাকারিবাইন ছগির (৪) মুতাকারিবাইন কবির (৫) এদগাম মুতাকারিবাইন কামিল (৬) এদগাম মুতাকারিবাইন নাক্বিছ (৭) এদগাম মুতাজানিছাইন ছগির (৮) মুতাজানিছাইন কবির।

لَوْكَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَفَسَدَتَا - এর উদাহরন। ادغام متجانسين كبير

গুন্নার হুকুম

গুন্না নাসিকা মূল হইতে নির্গত আওয়াজ। ইহাতে জিহ্‌বার কোন অধিকার নাই। গুন্নার পরিমাণ সম্পর্কে কেরাত বিশারদগণের মধ্যে মত পার্থক্য রহিয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ অভিমত হইল গুন্না দুই হরকত পরিমাণ হইবে, এই অভিমত নির্ভরযোগ্য। অনেকের মতে দেড় হরকত পরিমাণ দীর্ঘ হইবে। হদরের সহিত অর্থাৎ দ্রুত গতিতে তিলাওত করার সময় এই অভিমতের উপর আমল করা জায়েজ। অনেকের মতে তিন হরকত পরিমাণ দীর্ঘ হইবে। এই পরিমাণ দীর্ঘ মীম মুসাদ্দদ ও নুন মুসাদ্দদকে করা যায়। কেননা ইহাতে ওছল ওক্‌ফ উভয় অবস্থায় গুন্না বহাল থাকে। অথচ এখফা, একলাব ও এদগামে গুন্না — عارضى অস্থায়ী।

لَام قَمَرِيَّهْ - لَام شَمْسِيَّه

ال-এর "লাম" দুই প্রকার (১) شَمْسِيَّه (২) قَمَرِيَّه

قَمَرِيَّه -ইছমের মধ্যে আসে এবং স্পষ্ট বা জাহির করিয়া পড়িতে হয়। কমরিয়ার হরফ মোট ১৪টি। এই ১৪টি হরফকে একত্রিত করিলে এইরূপ হয়- اِبْغِ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِيمَه এই হরফগুলি হইতে কোন একটি হরফের আগে ال আসিলে তাহার লামকে জাহির করিয়া পড়িতে হয়।

মিছাল ঃ- اَلْاَمْرُ - اَلْبَلَدُ - اَلْغَيْبُ - اَلْحَمْدُ
اَلْجَنَّةُ - اَلْكَرِيْمُ - اَلْوَلِىُّ - اَلْخَالِقُ - اَلْفَتَّاحُ - اَلْعَلِيْمُ
اَلْقَادِرُ - اَلْيَوْمُ - اَلْهُدٰى -

لَام شَمْسِيَّه -ইছমের মধ্যে আসে এবং পরের হরফে এদগাম করা হয়। ইহার হরফ ১৪টি-

ط - ث - ص - ر - ز - ت - ض - ذ - ن - د - س - ظ - ش - ل -

যদি এই হরফগুলির আগে ال এর লাম আসে তবে এই হরফকে লামের মধ্যে এদগাম করিতে হয়। যেমনঃ-

اَلطَّيِّبَاتُ - اَلنَّجْمُ - اَللَّيْلُ - اَلشَّهِيْدُ - اَلسَّمَاءُ

لام فعل

فعل ماضي ও امر এর মধ্যে যে "লাম" আসে তাহাকে لام فعل বলা হয়। এই লামকে জাহির বা স্পষ্ট করিয়া পড়া ওয়াজিব। মিছালঃ

فَالْتَقَى - فَالْتَقَمَهُ - وَلْيُوفُوا - وَلْيَطَّوَّفُوا

هَلْ - بَلْ - قُلْ

এই তিনটি শব্দের শেষ অক্ষর লাম। লামের পর লাম আসিলে ১ম লামকে ২য় লামে এদগাম করা হয়। অন্য কোন হরফ আসিলে এদগাম হইবে না। তবে ইমাম হাফছের (রঃ) মতে "ر" আসিলে ও এদগাম হইবে। মিছাল ঃ- هَلْ لَّكُمْ - بَلْ لَّا يَخَافُونَ - بَلْ رَّبُّكُمْ -

প্রকাশ থাকে যে- قُلْ - هَلْ - بَلْ শব্দের শেষের 'লাম' হরফকে লাম ও রা, ছাড়া অন্য কোন হরফে এদগাম করা যাইবে না। অন্য হরফ আসিলে এই তিনটি শব্দের শেষের লামকে জাহির বা স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়।

فصل مد کے بیان میں

'মদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ বর্ধিত করা। ক্বারীগণের পরিভাষায় মদের তিনটি হরফের সাহায্যে আওয়াজ দীর্ঘ করাকে 'মদ' বলে।

(ক) মদের এই তিনটি হরফের সাহায্য ছাড়া কোন হরফকে লম্বা করা যায় না। যেমন ل লামকে লাম দ্বারা লম্বা করা যায় না। লামকে 'লা' বলিয়া লম্বা করিলে আলিফের সাহায্য লইতে হইবে। 'লু' বলিয়া লম্বা করিলে و লাগিবে। লি বলিলে ى লাগিবে।

তাই মদের হরফের সহিত আওয়াজ দীর্ঘ করাকে মদ বলা হইয়াছে।

(খ) মদের হরফ তিনটি الف - واو - يا। এই তিনটি হরফ মদের হরফ হওয়ার জন্য দুইটি শর্ত রহিয়াছে, (১) ছাকিন হইবে। ২নং الف আলিফ অক্ষরের আগে যবর واو অক্ষরের আগে পেশ এবং يا অক্ষরের আগে যের থাকিবে। যেমন- نُوحِيْهَا এই দুই শর্ত পূরণ না হইলে এই হরফ গুলিকে মদের হরফ বলা ভুল হইবে। যেমন-
يَفْعَلُ শব্দে ى মদের নয় কারণ ৩নং শর্ত ছাকিন নাই। سَوْفَ শব্দে و মদের হরফ নয়, কারণ ১ম শর্ত ছাকিন থাকিলেও ২য় শর্ত অর্থাৎ و এর আগে পেশ নাই।

মদ প্রধানতঃ দুই প্রকার- (১) اصلى (২) فرعى
اصلى (ক) যে মদ কোন কারণের উপর নির্ভরশীল নয় এবং ছকুন বা হামযা তাহার মদ হওয়ার কারণ নয় তাহাকে مد اصلى বলে। এই মদের অন্য নাম مد طبعى (এই মদকে مد قصر ও বলা হয়।)

فرعى হামযা ও ছকুনের উপর যে মদ নির্ভরশীল তাহাকে مد فرعى বলে। যেমন ঃ- مد متصل - مد منفصل - عارض لازم

মদ কত প্রকার এই সম্পর্কে ক্বারীগণ বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া আসিতেছেন। কেহ বলিয়াছেন ৮ প্রকার। কেহ ১০ প্রকার। আবার কেহ দশের অধিক ও বলিয়াছেন।

কওলুছছাদীদে ১১ প্রকার মদ বর্ণনা করা হইল ঃ-

مد منفصل (৩) مد متصل (২) مدبدل (১)
حرفی مثقل (৬) کلمی مخفف (৫) کلمی مثقل (৪)
مجرور = (৯) مد عارض للسكون منصوب (৮) حرفی مخفف (৭)
مد طبعی (১১) مرفوع (১০)

مد طبعی বা مد اصلی সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এই মদ দুই হরকত পরিমাণ (অর্থাৎ এক আলিফ পরিমাণ) দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হয়। ইহাতে কম বেশী হয় না। ইহার হরফ তিনটি। (১) আলিফ ছাকিন তাহার আগে যবর। (২) ی ছাকিন তাহার আগে যের। و ছাকিন তাহার আগে পেশ। যেমন ঃ- نُوْحِيْهَا

নোট (ক) -যেহেতু مد اصلی তে আসলেই মদ রহিয়াছে এবং বেশী দীর্ঘ করার কোন কারণ বর্তমান নাই

তাই ইহাকে اصلى বলা হয়। যদি দীর্ঘ করার অন্য কারণ হামযা ও ছকুন আসে তবে فرعى হইয়া যাইবে।

শব্দার্থ ঃ হরকত একটি অঙ্গুলি বন্ধ থাকিলে মধ্যম গতিতে খুলিতে বা খূলা থাকিলে মধ্যম গতিতে বন্ধ করিতে যে সময় লাগে তাহাকে এক হরকত বলে।

ماقبل-পূর্বে। مابعد-পরে। فتح যবর।
كسرة-যের مَفْتُوح-যে হরফে যবর আছে।
مكسور-যে হরফে যের আছে। ضمه পেশ।
مَضْمُوم-যে হরফে পেশ আছে। (মাদমুম) سبب -কারণ
نوع -প্রকার

মদ্দে বদল

মূল-হরকত ওয়ালা হামযার পর ছাকিন হামযা আসিলে সেই ছাকিন হামযাকে আগের হামযার হরকতের মুতাবিক হরফ দ্বারা পরিবর্তন করিতে হয়। ইহাকে مد بدل মদ্দে বদল বলে। ১ম হামযার যবর থাকিলে ২য় হামযা আলিফ হইবে। ১ম হামযায পেশ থাকিলে ২য় হামযা و হইবে। ১ম হামযার যের থাকিলে ২য় হামযা ى হইবে।

যেমন — أَأْمَنُوا-হইতে- آمَنُوا
إِءْمَانًا-হইতে- إِيمَانًا
أُءْتُوا-হইতে- أُوتُوا

উচ্চারণের পক্ষে (আছান) পাতলা হওয়ার জন্য হামযাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হইয়াছে। কেননা হামযা হরফটি মদ ও লিন গ্রহণ করে না অথচ আলিফ মদ ও লিনকে কবুল করে।

মূলঃ হরফে লিন ২টি (১) و ছাকিন তাহার আগের হরফে যবর যেমন— مَوْتٌ (২) ى ছাকিন তাহার আগের হরফে যবর যেমন ঃ- سَيْفٌ

ওক্‌ফের অবস্থায় مد عارض للسكون -এর মত হইবে مد عارض সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে, অর্থাৎ منصوب হইলে তিনটি নিয়ম (১) قصر (২) توسط (৩) طول

مجرور হইলে চারি নিয়ম (১) قصر (২) توسط (৩) طول (৪) روم مع القصر

مرفوع হইলে ৭টি নিয়ম (১) قصر (২) توسط (৩) طول (৪) توسط مع الاشمام (৫) طول (৬) طول مع الاشمام (৭) قصر الروم

যেহেতু و ও ى কে লিন ও মদ উভয় প্রকারের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাই সন্দেহ জন্মিতে পারে যে আরবী বর্ণ মালায় দুইটি و এবং দুইটি ى রহিয়াছে। তাই সন্দেহ দূর করার জন্য বলিতেছি যে আরবী ভাষায় و মাত্র ১টি। ى মাত্র ১টি দুইটি নয়। শর্তের পরিবর্তনে ইহার নামের পরিবর্তন হইয়াছে। মাত্র (অমুক শর্ত) পাওয়া গেলে

ইহা মদের হরফ, অমুক শর্ত পাওয়া গেলে ইহা হরফে লিন।) যেমন و মদের হরফ হওয়ার জন্য ছাকিন হওয়া এবং তাহার আগে পেশ থাকা শর্ত। و ও ى লিন হওয়ার জন্য ছাকিন হওয়া এবং তাহার আগের হরফে যবর থাকা শর্ত।

মদ্দে বদলকেও দুই হরকত বা এক আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। مد طبعى ও مد بدل লম্বা করার পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য এই যে مد طبعى কোন ইমামের মতে এক আলিফ হইতে বেশী হইবেনা কিন্তু মদ্দে বদল ইমাম ওরশের মতে এক আলিফ হইতে বেশী হইতে পারে।

মদ্দে মুত্তাছিল ও মুন্‌ফাছিলের বর্ণনা

মদ্দে মুত্তাছিল (মদের তিনটি হরফ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।) যদি মদের হরফের পর ء হামযা আসে এবং একই শব্দের মধ্যে হয় তবে মদ্দে মুত্তাছিল হইবে। ইহাকে মদ্দে ওয়াজিব বলা হয়। কেননা ক্বারীগণের মতে এই মদ ওয়াজিব।

ইহা (স্বাভাবিক অবস্থায়) ৪ হরকত অথবা ৫ হরকত লম্বা হইবে। ওক্বফের অবস্থায় مد عارض للسكون এর হুকুমে চলিয়া যাইবে। منصوب হইলে ৩ অবস্থা অর্থাৎ তিন আলিফ পরিমাণে লম্বা করা যাইবে। (১) ৪ হরকত (২) ৫ হরকত (৩) ৬ হরকত। مجرور হইলে ৪ অবস্থা (১) ৪ হরকত (২) ৫ হরকত (৩) ৬ হরকত (৪) রুমের সহিত ৪ হরকত।

কেহ কেহ অন্য একটি অবস্থা যোগ করিয়াছেন অর্থাৎ রুমের সহিত ৫ হরকত পরিমাণ। এই হিসাবে مجرور হইলে ৫ অবস্থা হয় مرفوع হইলে ৭ অবস্থা (১) ৪ হরকত (২) ৫ হরকত (৩) ৬ হরকত (৪) ইসমাম সহ ৪ হরকত (৫) ইসমাম সহ ৬ হরকত (৬) ইসমাম সহ ৬ হরকত (৭) রুম সহ ৪ হরকত

মদ্দে-মুন্‌ফাছিল-মদের হরফের পর একই শব্দে হামযা না আসিয়া অন্য শব্দে আসিলে ইহাকে মদ্দে মুন্‌ফাছিল বলে। ইহা ৪ অথবা ৫ হরকত লম্বা করিতে হয়। এই মদের অন্য নাম মদ্দে জাযেয; কেননা কছরের সময় ২ হরকত লম্বা করিলে ও চলে।

নোটঃ يشاء শব্দে মদের হরফের متصل অর্থাৎ নিকটে একই শব্দের মধ্যে হামযা আসিয়াছে। যদি يشاء বলিয়া ওক্বফ করা হয় তবে ইহা مدعارض للسكون এর হুকুমে চলিয়া যাইবে। এই ধরনের মিছালে منصوب হইলে ৩ অবস্থা। অর্থাৎ লম্বা করার তিনটি নিয়ম যথাক্রমে ৪, ৫, ৬, হরকত مجرور হইলে এই ৩ নিয়ম ছাড়া আরোও ১টি বা ২টি নিয়ম যথাক্রমে ৪ হরকত রুম সহ, ৫ হরকত রুম সহ مرفوع হইলে ৭ অবস্থা, যথাক্রমে ৪,৫,৬, হরকত এবং ইসমাম সহ ৪, ৫, ৬, হরকত। রুম সহ ৪ হরকত, মুন্‌ফাসিল শব্দের অর্থ আলাদা। যেহেতু এই মদে হামযা আলাদা থাকে তাই ইহাকে মদ্দে মুন্‌ফাছিল বলা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কোরআন শরীফে يا-ها এর পর যেখানে হাম্‌যা আসিয়াছে সেখানে মদ্দে মুত্তাছিল হইবে না মুন্‌ফাছিল হইবে এই সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। অনেকের মতে مد متصل আবার অনেকের মতে مد منفصل তবে مد منفصل বলিয়া যাহারা অভিমত পেশ করিয়াছেন তাহাদের অভিমত বেশী নির্ভরযোগ্য। মিছাল هاانتم - يايها

اقسام مد لازم كابيان

মদ্দে লাযিম চারি প্রকার ঃ (১) কলমী মুছাক্কল (২) কলমী **মুখাফফাফ** (৩) হরফি মুছাক্কাল (৪) হরফি মুখাফ্‌ফাফ মদের হরফের পর মুশদ্দাদ হরফ আসিলে কলমী মুছাক্কাল হয়। যেমন- حَاجَّكَ ইহা লম্বা করার পরিমাণ ৬ হরকত। কমি বেশী হয় না।

কলমী মুখাফ্‌ফাফ মদের হরফের পর ছাকিন হরফ আসিলে কলমী মুখাফ্‌ফাফ হয়। যেমন آلْئٰنَ ইহা লম্বা করার পরিমাণ ৬ হরকত। ইহাতে কমি বেশী হয় না।

হরফী মুছাক্কাল মদের হরফের পর এদগাম হইলে হরফী মুছাক্কাল হয়। যেমন الم এর লাম হরফে। ইহা লম্বা করার পরিমাণ ৬ হরকত। ইহাতে কমি বেশী হয় না।

حرف مخفف - মদের হরফের পর ছাকিন হইলে حرف مخفف হয়। যেমন - الم এর ميم হরফে এবং طسم এর ميم হরফে। ইহা লম্বা করার পরিমান ৬ হরকত। ইহাতে কমি বেশী হয়না।

কলমি কলমার মধ্যে এবং হরফি হরফের মধ্যে হইবে।

تنبيهات

কোরান শরীফে ৬টি শব্দ রহিয়াছে যে গুলিকে مدلازم এর মত ৩ আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। এই ৬টি শব্দ তছহিলের সহিত ও পড়া যায়। ৬টি শব্দ নিম্নে দেওয়া হইলঃ-

قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ -২ স্থানে সুরা انعام

ءٰٓالْـٔـٰنَ -২ স্থানে সুরা يونس

ءٰٓاللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ ১ স্থানে সুরা يونس

ءٰٓاللّٰهُ خَيْرٌ ১ স্থানে সুরা نمل

৪টি শব্দ মোট ৬ স্থানে ৩ সুরায় আসিয়াছে। তছহিলের নিয়ম হইল- همزه استفهام ও لام تعريف এর মধ্যে অবস্থিত ২য় হামযাকে হামযা ও আলিফের দর মিয়ানী অবস্থায় মদ ব্যতিত পড়া। উভয় নিয়ম (অর্থাৎ মদ ও তছহিল) জায়েয আছে; তবে মদ করা উত্তম। ইহার অন্য নাম مدّ فرق কেননা এই মদ ইছতেফহাম ও খবরের মধ্যে পার্থক্য দেখায়।

تنبيه ثانى

فُصِّلَتْ সুরায় ءَاَعْجَمِىٌّ শব্দ আসিয়াছে। ইমাম হাফছ (রঃ) হইতে প্রাপ্ত অভিমত গুলির মধ্যে নির্ভরযোগ্য অভিমত হইল এই শব্দে تسهيل بلا مد অর্থাৎ মদ ছাড়া তছহিল করিতে

হইবে। এক বর্ণনা মতে ى ও ها এর দরমিয়ানী অবস্থায় পড়িতে হইবে। কিন্তু শেষের অভিমত দুর্বল (নির্ভরযোগ্য নয়।) ইমাম হাফছের বর্ণনায় এই শব্দ ছাড়া অন্য কোথাও تسهيل নাই।

تنبيه ثالث

সুরা হুদে مَجْرٖيهَا শব্দ আসিয়াছে। এই শব্দে ইমাম হাফছের (রঃ) মতে امالہ کبری হইবে। এমালার নিয়ম হইল আলিফ ও ى এর দর মিয়ানি অবস্থায় এমন ভাবে পড়া যেন ى হরফের বেশী নিকটবর্তী হয় এবং বারিক হয়। ইমাম হাফছের মতে مَجْرٖيهَا ছাড়া অন্য কোন স্থানে امالہ হইবে না।

اقسام مد عارض للسکون کا بیان

مد عارض للسکون-৩ প্রকার (ক) منصوب (খ) مجرور (গ) مرفوع

منصوب যেমন العالمين এই মদ আদায় করার নিয়ম ৩টি (১) قصر অর্থাৎ দুই হরকত পরিমাণ। (২) توسط অর্থাৎ- ৪ হরকত পরিমাণ। (৩) طول অর্থাৎ ৬ হরকত পরিমাণ। একটি حرکت আঙ্গুলি সোজা থাকিলে মধ্যম গতিতে বন্ধ করার সময়কে এক হরকত পরিমাণ বলা হয়।

(খ) مجرور যেমন الدِّين এই মদ আদায় করার নিয়ম ৪টি (১) قصر (২) توسط (৩) طول

(৪) روم مع القصر

روم-বলিতে বুঝায়- حركت وصل কে সামান্য উচ্চারণ করিতে হইবে। তনবিন ওয়ালা হরফ হইতে تنوين দূর করিতে হইবে। আওয়াজ এতটকু নীচু করিতে হইবে যাহা দূর হইতে কেহ শুনিতে না পায়।

(গ) مرفوع যেমন- نَسْتَعِيْنُ এখানে ৭টি নিয়ম জায়েয আছে।

(১) قصر (২) قصر مع الاشمام (৩) توسط

(৪) توسط مع الاشمام (৫) طول (৬) طول مع الاشمام

(৭) روم مع القصر

বিঃ দ্রঃ-مد عارض للسكون এর মধ্যে روم مع التوسط ও روم مع الطول হয় না

اشمام হরফকে ছাকিন করার সঙ্গে দুই ঠোঁট ফুলের পাপড়ির মত এমন অবস্থায় মিলানো যেন (দেখিলে মনে হয়) আওয়াজ ও শ্বাস ছাড়া পেশের দিকে ইশারা করা যাইতেছে। ইহাকে ইসমাম বলে ।

ইসমামের উদ্দেশ্য হইল এমন দুইটি হরফের মধ্যে পার্থক্য ধরা পড়া (১) যে হরফ আসলে হরকত ওয়ালা। ছাকিন নয় বরং ওক্বফের কারণে অস্থায়ী ভাবে ছাকিন ওয়াক্বফ হইয়াছে। (২) যে হরফ ওকফ অছল সর্বাবস্থায় দর্শকের সামনে প্রকাশ পায়।

একদল আলিমের মতে রুম ও ইসমামের উপকারিতা হইল আসল হরকত জাহির করা যাহাতে দর্শক ইসমামের দ্বারা এবং শ্রোতা রুমের দ্বারা বুঝিতে পারেন।

নোটঃ— যেমন نَسْتَعِيْنُ শব্দে ওক্‌ফ করার সময় ইসমাম করা।

এই শব্দের শেষ অক্ষর নু এর উপর আসলে পেশ ছিল। থামিয়া যাওয়ায় বা ওয়াক্বফ করায় ''নুন'' হরফটি ছাকিন হইয়াছে। আসলে নুন হরফের উপর পেশ ছিল। তাই ওক্‌ফের অবস্থায় ছাকিন 'নুন হরফটি পড়িয়া শেষ করার সময় اشمام করা হইল যাহাতে এই ইশারায় বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে আসলে এখানে পেশ ছিল।

সুতরাং কোন দর্শক ও শ্রোতা উপস্থিতনাথাকিলে রুম ও ইসমামের কোন প্রয়োজন নাই।। সূরা ইউসুফে لَا تَأْمَنَّا শব্দ আসিয়াছে। এই শব্দ সম্পর্কে দুইটি মত বর্ণিত আছে।

(১) ১ নং নুন যে নুনটি লিখায় উহ্য রহিয়াছে তাহার হরকতকে অর্ধেক গোপন রাখা। অর্থাৎ ছকুন ও হরকতের মধ্যবর্তী অবস্থায় পড়া

(২) ১ম নুনকে ২য় নুনের মধ্যে এদগাম করার পর ইশারা করা অর্থাৎ ঠোটের দ্বারা পেশের দিকে ইশারা করার পর ২ নং নুনের যবর আদায় করা।

تنبيه

উপরের বর্ণনা হইতে জানিতে পারিলাম যে مد عارض للسكون আদায় করার বিবিধ নিয়ম রহিয়াছে। যেমন

مرفوع হইলে ৪ ও مجرور হইলে ৩ ও منصوب হইলে ৭টি নিয়ম রহিয়াছে।

এই সমস্ত নিয়ম তখনই প্রয়োগ করা যাইবে যখন سكون عارض للوقف অর্থাৎ ওক্‌ফের কারণে ছাকিন হরফটি هاء تانيث হইবে না। যদি হয় যেমন الصلوٰة - الزكوٰة তবে সেখানে কেবল মাত্র তিনটি নিয়ম জায়েয হইবে। (১) قصر (২) توسط (৩) طول কেননা هاء تانيث রুম ও ইসমাম কবুল করে না।

যদি سكون عارض للوقف মদের সহিত هاءِ ضمير এর উপর হয় যেমন عليه - اليه তবে এই সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকের মতে مد عارض للسكون এর যে হুকুম ইহার ও ঠিক সেই হুকুম হইবে।

এক দলের মতে এই ক্ষেত্রে روم ও اشمام করা নিষেধ। আবার অনেকের মতে যদি هاءِ ضمير এর আগের হরফে পেশ, অথবা যের থাকে অথবা আগের হরফ ছাকিন হয় তবে রুম ও ইসমাম জায়েয নহে। যেমন بِهٖ - يَرْفَعُهٗ - عَلَيْهِ - اِلَيْهِ - لِيَرْضَوْهُ ইত্যাদি।

তবে আগের হরফে যবর থাকিলে অথবা আগের হরফ আলিফ থাকিলে অথবা حرف صحيح ছাকিন থাকিলে রুম ও ইসমাম করা যাইবে যেমন-

عَنْهُ - مِنْهُ - هَدٰىهُ - رَبِّهٖ ইত্যাদি।

هاءِ ضمير ও هاءِ تانيث

এর মধ্যে পার্থক্য হইল এই যে هائے تانیث ওক্‌ফের অবস্থায় ৳ হইয়া যায়। هائے ضمیر ওক্‌ফ ও অছল উভয় অবস্থায় ৳ থাকে।

تنبیه

মূলঃ আগের বর্ণনায় জানা গেল যে, مد منفصل و مد متصل ইমাম হাফছের (রঃ) মতে ৪ হরকত বা ৫হরকত লম্বা হইবে। ২ হরকত এক الف এর সমান। ওকফের অবস্থায় مد متصل কে তিন আলিফ পর্যন্ত লম্বা করা জায়েয আছে। مد عارض للسکون সম্পর্কে পুর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

একই বৈঠকে তরতিল্লের সহিত কোরআন শরীফ তেলাওত আরম্ভ করিলে এবং مد منفصل و مد متصل কে ৪হরকত পরিমাণ লম্বা করিলে এই বৈঠক একই নিয়মে লম্বা করিতে হইবে। কেননা এই মদ ৪ হরকত ও ৫ হরকত লম্বা করা সম্পর্কে ইমাম হাফছের (রঃ) আলাদা আলাদা বর্ণনা রহিয়াছে।

এমতাবস্থায় একই বৈঠক বিভিন্ন নিয়ম পালন করা ঠিক নয়। এই রকম করাকে تخلیط বলা হয়।
مد منفصل ও مد متصل কেও মদ করার সময় ৪ বা ৫ হরকত লম্বা করিলে একই বৈঠকে পুরা তিলাওতে এইভাবে লম্বা করা জরুরী।এক-চতুর্থাংশ বা অর্ধেক পাঠ করার পর অন্য রেওয়ায়েত মত পড়িলে জায়েয হইবে। তবে উত্তম পন্থা

হইল যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। مد عارض للسكون এর বেলায় উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

سکون عارض للوقف بلامد کا حکم میں

(অর্থাৎ ওকফের কারণে ছাকিন হইয়াছে মদ নাই)

দেখিতে হইবে, যে হরফের উপর ওকফ হইয়াছে সেই হরফটি حرکت عارضہ (অস্থায়ী হরকত) বিশিষ্ট কিনা। যদি অস্থায়ী হরকত বিশিষ্ট হয় এবং منصوب হয় তবে ছকুন হইবে। مجرور হইলে ছকুন ও রূম হইবে। مرفوع হইলে ছকুন রূম ও ইশমাম হইবে। অর্থাৎ منصوب হইলে ছকুন। مجرور হইলে ছকুন ও রূম। مرفوع হইলে ছকুন, রূম ও ইশমাম হইবে।

মুলঃ যদি حرکت عارض অস্থায়ী হরকত বিশিষ্ট হয় এবং দুই ছাকিন একত্রিত হওয়ায় মিলাইয়া পড়ার সময় উক্ত হরকত দেওয়া হয় তবে এই ক্ষেত্রে কেবল মাত্র ছকুন হইবে। রূম ইসমাম হইবে না। যেমন قُمِ الَّيْلَ - قُلِ ادْعُوا ইত্যাদি।

কেননা حرکت عارض স্থলে রূম ও ইসমাম জায়েয নয়। এর উপর যদি মদ ছাড়া مد عارض للسكون হয় তবে সেখানে رفع - نصب - جر তিন অবস্থায়ই কেবল মাত্র ছকুন হইবে। যেমন– اَلْقِيٰمَةِ اَللّٰهُ اُمِّهٖ কেননা هائے ضمیر রূম ও ইশমাম কবুল করে না।

যদি এই ছকুন ھاءِ ضمير এর উপর হয় যেমন مجرور তবে منصوب হইবে, শুধু سکون এবং عَنْهُ-لَهُ হইলে ছকুন ও রুম, مرفوع হইলে اشمام-روم-سکون হইবে।

فضل فواتح سور کے بیان میں

الم - یس - طه - ইত্যাদির বয়ান। فواتح سور সর্বমোট ১৪টি হরফ। এই ১৪টা হরফ একত্রিত করিলে একরূপ হয় صِلْهُ سُحَيْرًا مَنْ قَطَعَكْ (ক) এই ১৪টি হরফকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১) তিন হরফ বিশিষ্ট। মধ্যম হরফ মদের এবং ৩নং হরফ হরফে-ছাকিন হইবে। তিন হরফি হরফ সর্ব মোট ৮টি। ৮টি হরফ জমা করিলে নিম্নরুপ হইবে। كَمْ عَسَلٍ نَقَصَ এই হরফের মধ্যে একমাত্র ع ব্যতীত প্রত্যেকটি হরফকে মদ্দে লাযিমের মত লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। ك সুরা মরিয়মের শুরুতে। মীম যথাক্রমে নিম্নলিখিত সুরা সমুহে রহিয়াছে।

بقرة - آل عمران - اعراف - رعد - شعراء - قصص

حواميم سبعه - سجدة - لقمان - روم - عنكبوت

হাওয়া মীমে ছাবআ বলিতে ৭টি ছুরা বুঝায়।

حم السجدة - المؤمن - زخرف - شورى - جاثية

احقاف - دخان -

س - হরফ নিম্মলিখিত সুরা সমুহের শুরুতে আসিয়াছে।

شعراء- نمل - قصص - يس - شورى

ل - لام -নিম্নলিখিত সুরা সমূহের শুরুতে আসিয়াছে।

بقرة - ال عمران - اعراف - يونس - يوسف - هود -

رعد - ابراهيم - حجر - عنكبوت - روم - لقمان - سجدة

মুলঃ نون সুরা قلم এর শুরুতে আসিয়াছে।
قاف সুরা شورى ও ق والقرآن এর শুরুতে আসিয়াছে।
صاد সুরা ص والقرآن - مريم - اعراف এর শুরুতে আসিয়াছে।
ع - عين এর মদ্দে লাযিমে কোন অধিকার নেই। ইহাতে মদ করার ২টি নিয়ম আছে- ৪ হরকত পরিমাণ ও ৬ হরকত পরিমাণ। ৬ হরকতই উত্তম।

২য় শ্রেণী-দুই হরফি। ইহার হরফ সর্বমোট ৫টি। ৫টি হরফকে জমা করিলে حَيٌّ طَهُرَ হয়। প্রত্যেকটি হরফে مدطبعى আদায় করা হয়।

ح = حا আসিয়াছে যে ৭টি সুরার শুরুতে حم রহিয়াছে।

ى = يا সুরা يس ও مريم এর শুরুতে আসিয়াছে।

ط = طا সুরা طه - شعراء - قصص - نمل এর শুরুতে আসিয়াছে।

ه = ها مريم ও طه এর শুরুতে আসিয়াছে।

ر = را নিম্নলিখিত সুরা-সমুহের শুরুতে আসিয়াছে।

يونس - هود - يوسف - رعد - ابراهيم - حجر

ا = الف আলিফের মদ হয় না। কেননা ইহার বানান متوسط হরফ দ্বারা হয় এবং حرف متوسط মদ নয়।

নোটঃ الم-يس-طه-كهيعص ইত্যাদি যে কয়েকটি দুর্বোধ্য শব্দ কুরআন শরীফের ২৯টি সূরার শুরুতে আসিয়াছে তাহার মধ্যে আরবী হরফগুলি হইতে সর্বমোট ১৪টি হরফ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই নয় যে ২৯টি সুরার শুরুতে যত শব্দ আসিয়াছে সব শব্দের হরফগুলি যোগ করিলে ১৪টি হয়। বরং ২৯টি শব্দ পাশাপাশি লিখিতে দেখা যাইবে যে ইহার মধ্যে এই ১৪টি হরফ ছাড়া অন্য কোন হরফ নাই। ২৯টি শব্দ পাশাপাশি লিখিয়া উস্তাদগণ তাহাদিগকে ১৪টি হরফ বাহির করিয়া দেখাইয়া দিবেন।

১৪টি হরফ একত্রিত করিলে صِلْهُ سُحَيْرًا مَّنْ قَطَعَكَ হয়। এখানে সর্বমোট ১৪ টি হরফ রহিয়াছে।

ص-ل-ه-س-ح-ى-ر-ا-م-ن-ق-ط-ع-ك

তারপরের কায়দা বুঝিতে হইলে প্রত্যেকটি হরফের বানান করিতে হইবে। যেমন ص বানান করিলে صاد হইবে। ل বানান করিলে لام হইবে। ه বানান করিলে ها হইবে। س বানান করিলে سين হইবে। ح বানান করিলে حا হইবে। ى বানান করিলে يا হইবে। ر বানান করিলে را হইবে। ا বানান করিলে الف হইবে। م বানান করিলে ميم হইবে। ن বানান করিলে نون হইবে। ق বানান করিলে

قاف হইবে। ط বানান করিলে طا হইবে। ع বানান করিলে عين হইবে। ک বানান করিলে كاف হইবে।

এখন দেখা যাইতেছে। এই ১৪টি হরফের কোনটি বানান করিতে ৩ অক্ষর আবার কোনটি বানান করিতে ২ অক্ষরের প্রয়োজন হয়। ৩অক্ষরের প্রয়োজন হয়। যেমন ل বানান করিতে লাম, আলিফ ও মিম ঐ তিনটি অক্ষরের প্রয়োজন হইতেছে।

আবার ط বানান করিতে দুই অক্ষরের প্রয়োজন হয় طا এখানে তা ও আলিফ আসিয়াছে।

কাজেই এই ১৪টি হরফকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। তিন হরফি এবং দুই হরফি। অর্থাৎ যে হরফ বানান করিতে ৩টি হরফের প্রয়োজন হয় তাহা তিন হরফি এবং যে হরফ বানান করিতে ২টি হরফের প্রয়োজন হয় তাহা ২ হরফি। তিন হরফি ৮টি হরফ ص-ق-ن-ل-س-ع-م-ک৩ হরফি এইভাবে হইল-

كاف - ميم - عين - سين - لام - نون - قاف - صاد -

পূর্বে বলা হইয়াছে তিন হরফির মধ্যম হরফ মদের হইবে এবং ৩নং হরফ ছাকিন হইবে। যেমন ধরেন م- ميم এখানে মধ্যম হরফ ى মদের এবং ৩নং حرف - م ছাকিন হইয়াছে।

حم ওয়ালা ৭টি সুরা

(١) المؤمن - (٦) السجدة -

(٣) الشعرى -(٤) الزخرف (٥) الدخان -(٦) الجاثيه
(٧) الاحقاف

দুই হরফি অর্থাৎ প্রত্যেকটি হরফ বানান করিতে দুই হরফের প্রয়োজন হয়। ৫টি হরফ বানান দেখাইতেছি।

حٰىطٰهٰرٰ এখানে ح-ى-ط-ه-ر এই পাঁচটি হরফ রহিয়াছে। ح বানান করিলে حا হইবে। ى বানান করিলে يا হইবে। ر বানান করিলে را হইবে। ط বানান করিলে طا হইবে ه বানান করিলে ها হইবে।

দেখা যাইতেছে প্রত্যেকটি হরফ বানান করিতে ২টি হরফের প্রয়োজন হয়। কাজেই এই ৫টি হরফ ২ হরফি হইবে।

حم ওয়ালা সাতটি সূরা রহিয়াছে। ৭ حم সূরায় حا সাতবার আসিয়াছে।

কেতাবের উস্তাদগণ فواتح سور পড়াইবার সময় ব্লেক বোর্ড ব্যবহার করিবেন। ১৪ হরফ অর্থাৎ صِلْهُ سُحَيْرًا مَنْ قَطَعَكَ বুঝাইবার জন্য প্রথমে ২৯টি مقطعات পাশাপাশি লিখিবেন।

حواميم سبعه যে সাতটি সূরার শুরুতে حم রহিয়াছে। سبعه সাত فواتح سور এর মোট হরফ ১৪টি। তিন হরফি ৮+ দুই হরফি ৫+ الف =১৪। যেহেতু আলিফে মদ নাই তাই ইহার হিসাব আলাদা দেখানো হইয়াছে। سور শব্দটি অনেকে ভুল পড়িয়া থাকেন। سورة এর বহুবচন سور ছিনে পেশ ওয়াও এর উপর যবর পড়িবেন।

তনবিহঃ

১ নং التقاء ساكنين অর্থাৎ দুই ছাকিন একত্রিত হইলে ইহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যদি আসল ছাকিন কে মিলাইয়া পড়ার অবস্থায় হরকত দেওয়া হয় যেমন সূরা ال عمرن এর শুরুতে الم الله তবে দুই ভাবে পড়া ঠিক হইবে-(১) مد(২) قصر আসল ছাকিনের দিকে লক্ষ্য করিলে মদ্‌ তিন আলিফ লম্বা করিয়া আদায় করিতে হইবে। কেননা এখানে مد لازم حرفي مخفف হইয়াছে।

এখানে মিম হরফে فتح বা যবর দিবার কারণ হইল যাহাতে الله শব্দ পুর থাকে। কেননা যের দিলে الله শব্দ বারিক হইয়া যাইবে।

(২) আসল ছাকিনের স্থলে যে অস্থায়ী হরকত (যবর) দেওয়া হইয়াছে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিলে এক আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হইবে। ছাকিনে আসলি মিম হরফে হইয়াছে।

নোট; শব্দার্থ ঃ التقاء ساكنين-দুই ছাকিনের সাক্ষাৎ অর্থাৎ একস্থানে দুইটি ছাকিন হরফ আসা। حالت وصل-মিলাইয়া পড়ার অবস্থায় افضل উত্তম حركت عارض -অস্থায়ী হরকত غرض উদ্দেশ্যে-কারণ تفخيم-পুর ترقيق -বারিক।

নোট- الم পড়িয়া ওক্‌ফ করিলে ছাকিন হরফে হরকত দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। الم ذلك الكتاب কিন্তু ছুরা আলইমরানের শুরুতে الم এর সাথে الله শব্দ মিলাইয়া পড়িতে আলোচিত কায়দার

প্রয়োজন হয়। الـم এর শেষ হরফটি হইতেছে م পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে م হরফটি বানান করিতে তিনটি হরফের প্রয়োজন হয় م - ی - م = میم এই বানানের দিকে লক্ষ্য করুন প্রথম মিমের পর ی ও م এই দুইটি হরফ একসাথে ছাকিন হইয়াছে। এখানে- التقاء ساكنين -হইয়াছে। এখন একত্রে দুইটি ছাকিন হরফ রাখিয়া اللّٰه। শব্দ মিলাইয়া পড়া মুশকিল। কাজেই শেষের মিম ছাকিনের উপর যবর প্রয়োগ করা হইল مِيـمَ পূর্বে مد لازم حرفی مخفف সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। সেই কায়দা মুতাবিক এখানে অর্থাৎ আল-ইমরানের শুরুতে مد لازم حرفی مخفف হইয়াছে। اللـه শব্দকে الـم -এর সাথে মিলাইয়া পড়ার জন্য মিমের উপর অস্থায়ী হরকত যবর হইয়াছে। যবর দেওয়ার পর প্রশ্ন দাড়াইল, এখন আসল মদ রহিল কিনা। অর্থাৎ الم-ذالك الكتاب এর মত الم এর শেষ মিমকে লম্বা করিয়া পড়িব কিনা। উত্তর হইল-এখানে দুই নিয়মে পড়া যাইবে। (১) অস্থায়ী হরকত যবরের দিকে লক্ষ্য করিয়া কছর করিবেন।

কেননা যবর দেওয়ার পর مِيمَ হইয়াছে। সাধারণ কায়দা মুতাবিক এখানে ی ছাকিন তার আগে যের হইয়াছে কাজেই مد قصر (২)মদ হইবে। মোট কথা এখানে উভয় নিয়ম পড়িতে পারিবেন। তবে সনদ প্রাপ্ত কারীগণ নিজ নিজ উস্তাদকে অনুসরণ করিবেন। আমাদের উস্তাদ ছাহেব কছর করিয়া থাকেন।

মুলঃ- نون والقلم و يس والقران এই দুই জায়গায় যে, ''নূন'' রহিয়াছে ইমাম হাফসের (রাঃ) মতে ওক্‌ফ ও অছল উভয় অবস্থায় এই নূনকে জাহির করিয়া পড়িতে হইবে।

سورة حجرات এর মধ্যে بئس الاسم আসিয়াছে। الاسم পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া পুনরায় শুরু করার সময় ২টি নিয়ম রহিয়াছে। (১) হামযা হইতে পুনরায় শুরু করা অর্থাৎ الاسم বলিয়া পুনরায় শুরু করা। এই নিয়ম উত্তম। (২)লাম হইতে পূনরায় শুরু করা অর্থাৎ لسم পড়া।

حالت وصل میں ھاضمیر کا حکم

ھاضمیر وصل যখন দুইটি হরকত ওয়ালা হরফের (মাঝখানে) দরমিয়ানে আসে এবং ২য় হরকত ওয়ালা হরফটি হামযা ব্যতীত অন্য কোন হরফ হয় তখন (ھاضمیر) পড়ার সময় مدطبعی আদায় করিতে হয়।

যেমন- اِنَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا

ইহার নাম صلہ قصیرہ যদি হরকত ওয়ালা ২য় হরফটি হামযা হয় তবে مدّ منفصل এর মত লম্বা করিয়া পড়িতে হইবে।

যেমন وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ইহাকে صلہ طویلہ বলা হয়।

মূলঃ যদি ھا দুইটি ছাকিনের হরফের দরমিয়ানে আসে তবে মোটেই মদ হইবেনা। যেমনঃ عَلَيْهُ اللّٰه এইভাবে যদি ھا এর আগে হরকত ওয়ালা হরফ

- حرف متحرك
- আসে এবং পরে ছাকিন হরফ আসে তবে মদ হইবেনা। যেমনঃ- اِسْمُهُ الْمَسِيْحُ আগের হরফ ছাকিন ও পরের হরফ متحرك হয় তবে ইমাম হাফছের (রাঃ) মতে মদ হইবে না। যেমন ঃ فِيْهِ هُدًى তবে ছুরা ফুরকানে فيه مهانا স্থলে ইমাম হাফছের মতে مدّ طبعى হইবে। এই আয়াত ছাড়া অন্য স্থানে হইবে না।

لَمْ يَتَسَنَّهْ-مَا نَفْقَهُ ইত্যাদিতে মদ হইবেনা। কারণ এখানে هاء ضمير নয় বরং মূল শব্দের অন্তর্ভূক্ত ة।

নোটঃ ধারাবাহিক কয়েকটি মিছাল দিয়া هاء ضمير সম্পর্কে আলোচিত বিষয়গুলি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছি। (১) وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ (২) اِنَّهُ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا

(৩) عَلَيْهُ اللّٰهَ (৪) اِسْمُهُ الْمَسِيْحُ

(৫) فِيْهِ هُدًى

(১) ة এর আগে ও পরে হরকত ওয়ালা হরফ। এখানে مد طبعى হইবে। ইহার নাম صله قصيرة

(২) ة এর আগে ও পরে হরকত ওয়ালা হরফ কিন্তু পরের হরকত ওয়ালা হরফটি হামযা। مد منفصل হইবে। ইহার নাম صله طويله

(৩) ة এর আগে ও পরে ছাকিন হরফ। মদ হইবেনা- عليه الله (৪) ة এর আগে متحرك পরে ছাকিন। মদ

হইবেনা। اسمه المسيح (৫) ৪ এর আগে ছাকিন পরে متحرك فيه ১৩ ইমাম হাফছের (রাঃ) মতে মদ হইবেনা।

تنبيهات

(১) কোরান শরীফে ১২টি শব্দে ছাকিন লিখা হইয়াছে। ইমাম হাফছ (রঃ) উক্ত "হা" গুলিকে ওক্ফ ও অছল উভয় অবস্থায় ছাকিন পড়িয়াছেন। ১২টি শব্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১	لَمْ يَتَسَنَّهْ بقره	৮	حِسَابِيَهْ حاقه
২	اِقْتَدِهْ انعام	৯	حِسَابِيَهْ حاقه
৩	اَرْجِهْ اعراف	১০	مَالِيَهْ حاقه
৪	اَرْجِهْ شعراء	১১	سُلْطَانِيَهْ حاقه
৫	فَاَلْقِهْ نمل	১২	مَاهِيَهْ القارعه
৬	كِتَابِيَهْ حاقه		
৭	كتابيه حاقه		

(২) কোরান শরীফের ৬টি শব্দে ওয়াক্‌ফ করার সময় ১ আলিফ পরিমাণ মদ করিতে হয়। সুরা কাহ্‌ফে لَكِنَّا সুরা আহ্‌যাবে اَلظُّنُوْنَا - اَلرَّسُوْلَا - اَلسَّبِيْلَا ইনসান সুরায় قَوَارِيْرَا - سَلَاسِلَا

(৩) ضمير مفرد متكلم এর উপর وقف করিলে ১ আলিফ পরিমাণ মদ করিতে হয়। ওছল অবস্থায় মোটেই মদ হইবে না।

যেমন اَنَا اَكْثَرُ - اَنَا بَشَرٌ - اَنَا اَعْلَمُ

(৪) নমল সূরায় فَمَآ اٰتٰنِ পড়িয়া ওক্‌ফ করিলে ওয়াকফ করার ২টি নিয়ম জায়েয।

(ক) নুনের যেরকে লিখন পদ্ধতির অনুসরণে ১ আলিফ লম্বা করা। (খ) ''য়া'' কে حذف করিয়া নুনকে ছাকিন করা।

(৪) নিম্নে উদ্ধৃত আয়াত শরীফে ضُعْف শব্দ তিনবার আসিয়াছে। ইমাম হাফস (রঃ) এর মতে এই তিনটি শব্দের ضْ হরফে পেশ অথবা যবর দিয়া পড়া যায়েজ আছে। ইমাম হাফছের (রঃ) উভয় অভিমত নির্ভর যোগ্য।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا

وقف اور سکتہ کا بیان

وقف - শব্দের অভিধানিক অর্থ থামিয়া যাওয়া। কারীগণের পরিভাষায় কেরাত শুরু করার উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক এক শ্বাস গ্রহণ করার পরিমাণ সমান আওয়াজ বন্ধ করিয়া থামিয়া যাওয়াকে وقف বলা হয়। وقف তিন প্রকার

(১) اختباری (২) اضطراری (৩) اختیاری

اختباری সেই وقف যাহা লিখন পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত। এই ওক্ফ করা হয় مقطوع কে موصول হইতে এবং প্রকাশিত কে উহ্য হইতে স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিবার জন্য। তাহা ছাড়া পরীক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে অথবা وقف এর নিয়ম শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য ইহা করা হয়।

وقف اضطراری-শ্বাস রাখিতে কষ্ট হইলে, অপারগ হইয়া পড়িলে, ভুল হইলে অথবা এই ধরনের কোন কারণ দেখা দিলে যে কোন কলমায় ওক্ফ করা জায়েজ আছে। তারপর ঐ কলমা যদি প্রথমে আসার যোগ্যতা রাখে তবে প্রথম শব্দ হইতে পুনরায় পড়া শুরু করিতে হইবে। অন্যথায় তাহার পূর্ব হইতে শুরু করিবেন।

وقف اختیاری - যে ওয়াক্ফ কোন কারণ ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় তাহাকে ওক্ফে এখতিয়ারী বলে। এই ওক্ফের প্রকার সম্পর্কে বিবিধ অভিমত রহিয়াছে। অনেকের মতে ৩ অনেকের মতে ৪ প্রকার আবার অনেকের মতে ৫ কাহারও মতে ৫ প্রকারেরও বেশী

অনেকে পরিষ্কার শ্রেণী বিভক্তি না করিয়া স্তর বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

মোট কথা প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পরিভাষা ব্যবহারে কোন দ্বন্দের সৃষ্টি হয় নাই। তন্মধ্যে নির্বাচিত উত্তম অভিমত অনুসারে وقف ৪ প্রকার (১) تام (২) كافى (৩) حسن (৪)- قبيح -

تام এমন একটি কলমার উপর وقف করা যার সম্পর্ক পূর্বের সাথেও নাই, পরের সাথে ও নাই। এই وقف আয়াতের প্রারম্ভে হইয়া থাকে। যেমন-وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ আয়াত শেষ করিয়া ওক্‌ফ করা এবং اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا হইতে শুরু করা। কোন কোন وقف تام করার জন্য বিশেষ

বিশেষ তাগিদ করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর وقف কে وقف لازم বলা হয়।

যেমন নিম্ন বর্ণিত আয়াত পড়িয়া ওক্‌ফ করা-

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

তারপর নিম্ন বর্ণিত আয়াত হইতে পড়া শুরু করা যদি না থামিয়া পরবর্তী আয়াত পড়া হয়।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا

এই আয়াতকে মিলাইয়া পড়িতে শ্রবণকারী এমন একটি মর্ম বুঝিয়া লওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে যাহা খারাপ।

এই বাক্য ও বর্ণনা শেষ হইল কি না সে দিকে কারীগণের লক্ষ্য রাখা জরুরী।

একটি বাক্যের শেষাংশের সাথে অন্য একটি বাক্যের প্রথমাংশ মিলিয়া গেল কিনা, তাহাও লক্ষ্য রাখা জরুরী।

যাহাতে সংমিশ্রন না হয় এবং শ্রোতারা সঠিক অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন। তেলাওয়াতকারী যদি এখানে মিলাইয়া পড়েন, তবে শ্রবণকারীর পক্ষে একটি ভুল অর্থ বুঝিয়া লওয়ার **সম্ভাবনা** রহিয়াছে। তাই বাক্য ও বর্ণনা শেষ হইল কিনা সে দিকে লক্ষ্য রাখা কারীগণের জন্য জরুরী এক বাক্যের শেষাংশ অন্য বাক্যের প্রথমাংশের সাথে মিলাইয়া নেওয়া বা এক বর্ণনার শেষাংশকে অন্য বর্ণনার প্রথমাংশের সাথে মিলাইয়া দেওয়া হইতে বিরত থাকাও জরুরী।যাহাতে পর পর সন্দেহজনক মিশ্রণ না হয় এবং অর্থ গ্রহণ না করা হয়।

وقف كافى এমন একটি শব্দে ওক্‌ফ করা যাহার সম্পর্ক পুর্বের সাথে ও পরের সাথে অর্থের দিকে দিয়া আছে, কিন্তু শব্দগত কোন সম্পর্ক নাই । ইহার পর হইতে শুরু করা উত্তম।যেমনঃ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ পড়িয়া ওক্‌ফ করা এবং - خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ হইতে আরম্ভ করা।

ওক্‌ফে হাসান-এমন শব্দে ওক্‌ফ করা যার মধ্যে বাক্য শেষ হওয়া সত্ত্বেও এই শব্দের সম্পর্ক পূর্বের সাথে ও পরের সাথে শব্দগত হইবে।'হাসান' এইজন্য নাম রাখা হইয়াছে। যে এখানে নীরব থাকা উত্তম বা হাসান।

এই শব্দ আয়াতের প্রারম্ভে হইতে পারে অথবা অন্য জায়গায়। যেমন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

পড়িয়া ওক্‌ফ করা। এখানে ওক্‌ফ করা ভাল; কেননা পরবর্তী অংশ শুরুর অর্থ প্রকাশ করিতেছে। بِسْمِ اللّٰهِ। ও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এর উপর ওক্‌ফ করা উত্তম তবে শুরু বিবেচনায় নয়।

ওক্‌ফে ক্ববিহ্‌-এমন কোন শব্দ পাঠ করিয়া থামিয়া যাওয়া যে শব্দের সাথে পূর্বের ও পরের শব্দের শব্দগত ও অর্থগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।

যেমনঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করার সময় بِسْمِ পড়িয়া ওক্‌ফ করা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পাঠ করার সময় اَلْحَمْدُ পড়িয়া ওক্‌ফ করা।

قَبِيْحٌ শব্দের অর্থ খারাপ, এই ওক্‌ফ কে ক্ববিহ নামে অখ্যায়িত করা হয়। এই জন্য যে এই ওক্‌ফ এমন স্থানে করা হয় যেখানে কালাম বা বাক্য শেষ হয় না এবং সঠিক অর্থ ও প্রকাশ পায় না। ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের ওক্‌ফ

করা জায়েয নয়। তবে শ্বাস নিঃশ্বেষ হইয়া গেলে অথবা হাঁচি ইত্যাদির কারণে অপারগ অবস্থায় ওক্‌ফ করিলে জায়েয হইবে।

অপারগ অবস্থায় ওক্‌ফ করিলে পুনরায় এই শব্দ হইতে অথবা তার পুর্বের শব্দ হইতে পড়িতে হইবে। অর্থাৎ এই শব্দ হইতে পড়িলে অর্থ সঠিক থাকিলে এই শব্দ হইতে পড়িবেন। যদি অর্থে কোন অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে পিছন হইতে পড়িবেন।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى পাঠ করিয়া ওক্‌ফ করা খুবই খারাপ। এই ভাবে إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِىْ পাঠ করিয়া ওক্‌ফ করা খুবই খারাপ। কারণ এই ধরণের ওক্‌ফ করিলে তাহার দ্বারা এমন অর্থ প্রকাশ পায় যে অর্থ আল্লাহ তা'লার পবিত্র মর্যাদা সম্পর্কে এমন ভূল ধারণার সৃষ্টি করে যাহা আল্লাহ তা'লার ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নহে।

এইভাবে فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ পড়িয়া ওক্‌ফ করা قَبِيْحٌ কেননা আয়াতের অবশিষ্টাংশে মুছল্লিগণের যে গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা বাদ পড়ায় একটি বাতিল অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। এইভাবে لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ পাঠ করিয়া ওক্বফ করা। কেননা এই ওক্বফের কারণে যে অর্থ প্রকাশ পাইবে তাহা দ্বারা ধারণা জন্মিতে পারে যে নামাজ ত্যাগ করিলে কোন অপরাধ হয় না। এইভাবে لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا পড়িয়া ওক্‌ফ করিয়া إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ পড়িতে আরম্ভ করা। অনুরূপভাবে إِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ পাঠ করা। কেননা

এইভাবে ওক্‌ফ করিলে মুসলমানগণের আকিদার খেলাফ অর্থের প্রকাশ পাইবে।

উলামায়ে কেরামগণের এক দলের মতে এই ধরণের ওক্ফ যে ব্যক্তি করিবেন তিনি যদি এই ওক্ফের দ্বারা সৃষ্ঠ বাতিল অর্থে বিশ্বাসী না হন এবং পুনরায় বাক্যকে মিলাইয়া সংশোধন করিয়া পাঠ করেন তবে গোনাহ্ হইবে না।

আবার অনেকের মতে এই ওক্ফ যাহারা করিবে তাহাদের অবস্থা তিনটির একটি হইবে।

(১) এই ব্যক্তি অর্থ সম্পর্কে অবগত।

(২) অপারগ অবস্থায় ওক্ফ করিয়া থাকিবেন।

(৩) ইচ্ছাকৃতভাবে ওক্ফ করিবেন।

যদি কেহ অজ্ঞাত অবস্থায় এই ধরনের ওক্ফ করেন তবে কোন গোনাহ্ হইবে না। যদি অপারগ অবস্থায় করেন এবং পূর্বের সাথে মিলাইয়া পাঠ করেন ও বাতিল অর্থে বিশ্বাসী না হন তবে কোন গোনাহ্ হইবে না। অনেকের মতে এমতাবস্থায় অর্থ সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও বাক্যের অবশিষ্ট অংশকে না মিলাইলে গোনাহ্গার হইবেন।

এই ধরনের ওক্ফ করার সময় ওক্ফের দ্বারা সৃষ্ট বাতিল অর্থ বিশ্বাস করিলে কাফির হইয়া যাইবে (আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাহিতেছি) ওক্ফের শ্রেণী, ওক্‌ফের নিয়ম ও অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইল। এখন ছাক্‌তা সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

"ছাকতা"

سكتة কোন শব্দ উচ্চারণ করিয়া শ্বাস গ্রহণ না করিয়া (সামান্য থামিয়া) পরের শব্দকে পূর্বের শব্দ হইতে আলাদা করিয়া ফেলাকে ছাক্‌তা বলে।

অনেক উলামার মতে ছাক্‌তা বলিতে শ্বাস গ্রহণ না করিয়া দুই হরকত পরিমাণ থামিয়া ওক্বফ করাকে ছাক্‌তা বলা হয়।

ইমাম হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে কোরআন শরীফে চার স্থানে ছাকতা হইয়াছে।

(১) كهف সুরায় وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ছুরা কাহফের উক্ত ছাকতা সম্পর্কে আমার (অনুবাদকের) ওয়ালিদ মহতরম জনাব ফুলতলী সাহেবকে তাঁহার দুইজন উস্তাদ দুইটি নিয়ম শিক্ষা দিয়াছেন।

(ক) রইছুল কুররা মৌলানা শেখ আহমদ হেযাজী মক্কী (রঃ) বলিয়াছেন, عِوَجًا শব্দের আলিফের মদ আদায় করার পর শ্বাস গ্রহণ না করিয়া দুই হরকত পরিমাণ থামিয়া قَيِّمًا হইতে পড়া আরম্ভ করা।

(খ) আল্‌হাজ মৌলানা ক্বারী আব্দুর রউফ শাহ্‌বাজপুরী করমপুরী (রঃ) বলিয়াছেন عِوَجًا শব্দের তানবীন আদায় করার পর ছাক্‌তা করিয়া قَيِّمًا হইতে পড়া আরম্ভ করা।

প্রকাশ থাকে যে আমার(অনুবাদকের) ওয়ালিদ ছাহেব ২য় নিয়মে তিলাওত শিক্ষা দিয়া থাকেন।

২য় ছাক্‌তা يٰسٓ সুরায়ঃ-

مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا পাঠ করিতে مَّرْقَدِنَا শব্দের আলিফের মদ আদায় করিয়া শ্বাস গ্রহণ না করিয়া দুই হরকত পরিমাণ থামিয়া هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ পাঠ করা।

৩য় ছাক্‌তা قيامه সুরায়।

وَقِيْلَ مَنْ পাঠ করিতে مَنْ শব্দের ن হরফ উচ্চারণ করিয়া শ্বাস গ্রহণ না করিয়া দুই হরকত পরিমাণ থামিয়া رَاقٍ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ পাঠ করা।

৪র্থ ছাক্‌তা مُطَفِّفِيْنَ সুরায়।

كَلَّا بَلْ পাঠ করিতে بَلْ শব্দ উচ্চারণ করিয়া শ্বাস গ্রহণ না করিয়া দুই হরকত পরিমাণ থামিয়া رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ পাঠ করা।

مقطوع اور موصول كا بيان

مقطوع শব্দের অর্থ আলাদা ও موصول শব্দের অর্থ সংযুক্ত। কোরান শরীফে কয়েকটি শব্দ কোন কোন স্থানে পরের শব্দের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় আবার অন্য স্থানে পরের শব্দের সাথে সংযুক্ত না হইয়া আলাদা ভাবে আসিয়াছে। ১ম অবস্থাকে موصول ও ২য় অবস্থাকে مقطوع বলা হয়।

কোরআন শরীফে কোন কোন স্থানে مقطوع ও কোন কোন স্থানে موصول সেই সম্পর্কে ক্বারীগণের অবগত থাকা জরুরী কেননা مقطوع ও موصول সম্পর্কে জ্ঞান থাকিলে ক্বারী ছাহেব স্বাভাবিক অবস্থায় ও অপারগ অবস্থায় ওয়াকফের নিয়ম ও শিখিতে পারিবেন।

(ফুলতলী সাহেবের উস্তাদ) রঈছুল কুর্‌রা আহমদ হেজাযী (রঃ) উক্ত বিষয়ে ১৬টি উদ্ধৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। যথাক্রমে ১৬টি উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করা হইল।

(১) أَنْ শব্দ না সুচক لا হইতে ১০ স্থানে مقطوع হইয়াছে।

আয়াত		সুরার নাম
(১)	أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ	اعراف -
(২)	أَنْ لَّا يَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ	اعراف -
(৩)	أَنْ لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ	توبه -
(৪)	أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ -	هود
(৫)	أَنْ لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ	„

(৬) حج - أَنْ لَا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا

(৭) يس - أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ

(৮) دخان - أَنْ لَا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ

(৯) ممتحنه - أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا

(১০) نون - أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِيْنٌ

তবে انبياء ছুরার নিম্ন লিখিত আয়াতে مقطوع ও موصول উভয় অভিমত রহিয়াছে। أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ

উল্লেখিত স্থান সমূহ ছাড়া অন্যান্য সবস্থানে লিখিতে ও পাঠ করিতে موصول

যেমনঃ সুরা হুদে أَنْ لَا تَعْبُدُوْا إِلَّا اللّٰهَ

ছুরা তা'হা- أَنْ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا

(প্রকাশ থাকে যে) ان شرطيه না সূচক لا এর সহিত সবস্থানে موصول আসিয়াছে। ইহাতে কোন মতভেদ নাই।

যেমনঃ ছুরা **আনফালে-** إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ

الاّ تنصروه فقد نصره الله - ছুরায় توبه

২নং:

اَنْ শব্দ لَنْ এর সহিত কেবল মাত্র দুই স্থানে লিখিতে ও পড়িতে موصول হইয়াছে। যেমন ঃ-

اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا - ছুরায় كهف

اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَه ছুরায় قيامه

তা ছাড়া সব স্থানে مقطوع হইয়াছে। যেমন- فتح

اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ -ছুরায় فتح

اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ ছুরায় مزمل

৩নং ঃ

اِنْ শব্দ لَمْ এর সহিত মাত্র এক স্থানে লিখিতে ও পড়িতে موصول হইয়াছে।

فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْا ছুরায় هود

তাহা ছাড়া অন্য সব স্থানে مقطوع হইয়াছে।

যেমন قصص ছুরায়- فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَم

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ -ছুরায় احزاب

أَنْ শব্দ لَمْ এর সহিত সর্ব সম্মতিক্রমে مقطوع যেমন
انعام সূরায়— ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ
بلد ছুরায়-প্রথমে- أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ

৪নংঃ

إن شرطية অর্থাৎ যে إن শব্দ শর্ত প্রয়োগের অর্থে ব্যবহৃত হয় সেই إن " ما " এর সহিত মাত্র এক স্থানে مقطوع

رعد ছুরায়— وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ অন্য সব স্থানে লিখিতে ও পড়িতে موصول হইয়াছে। যেমন ছুরায় انفال وَإِمَّا تَخَافَنَّ - فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ তবে
أَنْ শব্দ ما এর সঙ্গে সবস্থানে موصول হইয়াছে। ইহাতে মতভেদ নাই। যেমন انعام সুরায়— أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
نمل সুরায়- أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

৫নং

إِنَّ শব্দ مَا এর সহিত ১ স্থানে مقطوع
انعام ছুরায় إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ
তাহা ছাড়া সবস্থানে موصول যেমন نساء ছুরায়
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ -ذاريات ছুরায়- إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
نمل ছুরায় নিম্ন লিখিত স্থানে موصول ও مقطوع উভয় মত রহিয়াছে।

আয়াত إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ -

৬নং

أَنَّ শব্দ مَا এর সংগে দুই স্থানে مقطوع

وَاَنَّ مَايَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَالْبَاطِلُ - ছুরায় حج ।১

وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ছুরায় لقمان। ২

তবে انفال। ছুরায় নিম্ন লিখিত আয়াতে মতভেদ রহিয়াছে وصل সুপ্রসিদ্ধ-আয়াত- وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ

অন্য সব স্থানে ⟶ موصول

যেমন ৪مائدة ও تغابن ছুরায় وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

৭ নং

اَمْ শব্দ مَنْ এর সহিত ৪ স্থানে مقطوع

اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا -ছুরায় نساء। ১

اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ -ছুরায় توبة। ২

اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا - صافّات -ছুরায় ৩।

اَمْ مَّنْ يَّاْتِىْ اٰمِنًا -ছুরায় فصّلت। ৪

অন্য সব স্থানে اَمْ শব্দের মীম مَنْ শব্দের মিমের মধ্যে এদগাম করিয়া موصول করা হইয়াছে । এই অবস্থায় লিখা ও পড়া হয়।

أَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْ যেমন يونس ছুরায়

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ - نمل ছুরায়
أَمَّنْ خَلَقَ

৮নং

مِنْ হরফে যার ما মওছুল এর সহিত ৩ স্থানে مقطوع

فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -ছুরায় نسا(১)

هَلْ لَّكُمْ مِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -ছুরায় روم(২)

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ -ছুরায় منافقون(৩)

শেষোক্ত তৃতীয় স্থানে مقطوع ও موصول সম্পর্কে কিছু মত পার্থক্য রহিয়াছে। তাহা ছাড়া সব স্থানে موصول যেমন-
مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا ۝ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ছুরায় بقرة

প্রকাশ থাকে যে مِنْ হরফে যার مَنْ শব্দের সহিত সব স্থানে লিখিতে ও পড়িতে موصول যেমন- بقرة ছুরায়- مِمَّنْ كُنْتُمْ ও مِمَّنْ مَنَعَ -

عَنْ শব্দ مَا মাওছুলাএর সহিত ১ স্থানে مقطوع
اعراف ছুরায়- عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ

৯নং

অন্যসব স্থানে- موصول
যেমন- عَمَّا يَعْمَلُوْنَ عَمَّا يَتَسَاءَلُوْنَ

প্রকাশ থাকে যে عَنْ শব্দ مَنْ মাওছুলাএর সহিত مقطوع ইহাতে দ্বিমত নাই। কোরআন শরীফে মাত্র দুই স্থানে রহিয়াছে।

(১) نور ছুরায় وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ (১)

(২) نجم ছুরায় فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى

১০ নং:

اَيْنَ শব্দ مَا শব্দের সহিত ২ স্থানে موصول ইহাতে কোন মতভেদ নাই।

(১) بقرة ছুরায়- فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

(২) نحل ছুরায়- اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ

৩টি স্থানে। مقطوع ও موصول উভয় অবস্থা জায়েয

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ -ছুরায় نساء (১)

وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ -ছুরায় شعراء (২)

اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اُخِذُوْا -ছুরায় احزاب (৩)

ইহা ছাড়া সব স্থানে مقطوع ইহাতে দ্বিমত নাই।
যেমন بقرة ছুরায়- اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيْعًا

قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ -ছুরায় اعراف

১১নং ঃ

كُلّ শব্দ ما হইতে ১ স্থানে مقطوع ইহাতে দ্বিমত নাই। وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ -ছুরায় ابراهيم

৪ স্থানে مقطوع ও موصول উভয় অবস্থা জায়েজ।

(১) نساء ছুরায়- كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا

(২) اعراف ছুরায়- كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ

(৩) مؤمنون ছুরায়- كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا

(৪) ملك ছুরায়- كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ

ইহা ছাড়া সব স্থানে موصول যেমন بقره ছুরায়
اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ এবং كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا

১২নংঃ

موصول এর সহিত দুই স্থানে مَا - بِئْسَ

(১) بقره ছুরায় بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ এক স্থানে مقطوع ও موصول দুইটাই জায়েজ। بقره ছুরায়

قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖ اِيْمَانُكُمْ

উল্লেখিত স্থান সমূহ ছাড়া সব স্থানে مقطوع হইয়াছে।

যেমন- بقره ছুরায়ে - وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ

ال عمران ছুরায়- فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ

প্রকাশ থাকে যে حَيْثُ শব্দটি হতে مقطوع ইহাতে দ্বিমত নাই।

যেমন—

(১) بقره ছুরায়- وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ

(২) بقره ছুরায়- وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ

১৩ নং ঃ

كَىْ শব্দ না সুচক لا এর সহিত ৪ স্থানে موصول

لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ - ছুরায় ال عمران (১)

لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا - ছুরায় حج (২)

لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ - ছুরায় احزاب (৩)

لِكَيْلَا تَأْسَوْا - ছুরায় حديد (৪)

তাহা ছাড়া সব স্থানে مقطوع হইয়াছে।

যেমন لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا — ছুরায় نحل

لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ — ছুরায় احزاب

১৪ নং ঃ

فى শব্দ ما হইতে ১১ স্থানে مقطوع

فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ — ছুরায় بقره (১)

وَلٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا اٰتٰكُمْ - ছুরায় مائده (২)

قُلْ لَّا اَجِدُ فِيْ مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ — ছুরায় انعام (৩)

لِيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا اٰتٰكُمْ — ছুরায় انعام (৪)

وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ–ছুরায় انبياء (৫)

لَمَسَّكُمْ فِيْ مَا اَفَضْتُمْ –ছুরায় نور (৬)

اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَا اٰمِنِيْنَ–ছুরায় شعراء (৭)

شُرَكَاءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ –ছুরায় روم (৮)

فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ –ছুরায় زمر (৯)

فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ –ছুরায় زمر (১০)

وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ–ছুরায় واقعه (১১)

তাহা ছাড়া সবস্থানে موصول হইয়াছে।

যেমন بقره ছুরায় فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ - فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوْفِ

১৫ নংঃ

হরফে যার ل তাহার মাজরুর হইতে ৪ স্থানে مقطوع

(১) نساء ছুরায়– فَمَالِ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ

(২) فرقان ছুরায়– مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ

مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ —ছুরায় كهف (৩)

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا —ছুরায় معارج (৪)

তাহা ছাড়া সব স্থানে موصول যেমন والليل ছুরায়
وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى -
مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ —ছুরায় المؤمن

১৬ নংঃ

مقطوع শব্দ هُمْ হইতে দুই স্থানে يَوْمَ
يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ —ছুরায় اَلْمُؤْمِنِ

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ —ছুরায় الذّٰرِيٰتِ

তাহা ছাড়া সবস্থানে موصول হইয়াছে।

যেমন

يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ —ছুরায় زخرف

يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ছুরায় طور

পরিশিষ্ট
تتمة

কোরান শরীফের সব হামযাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছেঃ-(১) همزهٔ قطعی (২) همزهٔ وصلی

همزہ قطعی শুরুতে আসিলে যেমন প্রকাশিত থাকে তেমন وصل অবস্থায় আসিলেও প্রকাশিত থাকে। অর্থাৎ কোরান শরীফ তিলাওত করার সময় همزہ قطعی কে সর্বাবস্থায় উচ্চারণ করিতে হয়। এই হামযা اسم ও فعل উভয়ের মধ্যে আসে।

همزہ وصلی কেবল মাত্র শুরুতে আসিলে প্রকাশিত থাকে এবং وصل অবস্থায় উহ্য থাকে। অর্থাৎ همزہ وصلی যদি তিলাওত শুরু করার সময় অথবা ওক্‌ফের পর অন্য কোন আয়াত শুরু করার সময় আসে তবে এই হামযাকে উচ্চারণ করিতে হয়।এই হামযা اسم ও فعل উভয়ের মধ্যে আসে।

همزہ قطعی যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হামযা তাই ইহার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন নাই همزہ وصلی সব সময় সমান অবস্থায় থাকে না তাই এ হামযা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার।

همزہ وصلی সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

ال যুক্ত করিয়া যে اسم কে معرفہ করা হয় তাহার হামযা همزہ وصلی

সব সময় এই হামযায় فتحہ (যবর) দিয়া পড়িতে হয়। যেমন— اَلشَّكُوْرُ - اَلْوَاحِدُ - اَلْحَمْدُ

তবে ৬টি শব্দে همزہ استفہام যুক্ত হওয়ায় همزہ قطعی হইয়া গিয়াছে। এই ছয়টি শব্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) انعام সূরায় قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ দুই স্থানে

(২) يونس সূরায় اَلْـٰٔنَ দুই স্থানে

(৩) يونس সূরায় قُلْ آللّٰهُ اَذِنَ

(৪) نمل " آللّٰهُ خَيْرٌ

যে اسم কে ال যুক্ত করিয়া معرفه করা হয় নাই তার হাম্‌যা قطعى। তবে এই ধরনের ৭টি শব্দের হামযা وصلى এবং এই হাম্‌যা গুলিকে كسره যের দিয়া পড়িতে হয়। নিম্নে ৭টি শব্দ দেওয়া হইল।

(১) اِبْنٌ (২) اِبْنَةٌ (৩) اِمْرُءٌ (৪) اِمْرَءَةٌ

(৫) اِثْنَانِ (৬) اِثْنَتَانِ (৭) اِسْمٌ

فعل এর মধ্যে ও همزه وصلى আসিয়া থাকে। তবে সব সময় ৫ হরফ দ্বারা গঠিত অথবা ৬ হরফ দ্বারা গঠিত فعل ماضى এর মধ্য আসিয়া থাকে। যেমন —

اِتَّخَذُوْا - اِتَّبِعُوْا - اِضْطُرَّ - اِجْتُثَّتْ

তবে এই ধরনের ৭টি فعل এর মধ্যে همزه استفهام যুক্ত হওয়ায় সেই গুলিতে হাম্‌যা قطعى হইয়াছে। এই হামযা সর্বদা যবর বিশিষ্ট হয়। নিম্নে এই ৭টি দেওয়া হইল।

(১) بقره সূরায় قُلْ اَتَّخَذْتُمْ

(২) مريم সূরায় اَطَّلَعَ الْغَيْبَ

اَفْتَرَى عَلَى اللهِ	(৩) سبا সূরায়
اَتَّخَذْ نَاهُمْ	(৪) نحل সূরায়
اَسْتَكْثَرْتَ	(৫) نحل সূরায়
اَصْطَفَى الْبَنَاتَ	(৬) صافات সূরায়
اَسْتَغْفَرْتَ	(৭) مُنَافِقُوْن সূরায়

৫ হরফ দ্বারা গঠিত ও ৬ হরফ দ্বারা গঠিত افعال এর امر ও مصدر এর উপর همزة وصلى আসিয়া থাকে। যেমন

اِتَّبِعْ - اِخْتِلاَفًا - اِسْتِكْبَارًا

৩ হরফ দ্বারা গঠিত امر এর মধ্যে ও همزة وصل আসিয়া থাকে যেমন انظر-اذكر বর্ণিত افعال সমূহে যত হামযা আসিয়াছে সবই قطعى

বর্ণিত فعل সমূহের যে কোন একটি فعل পড়িতে আরম্ভ করিলে অবশ্যই দেখিতে হইবে যে ৩নং হরফটির অবস্থা কি। ৩নং হরফটি যদি مفتوح অর্থাৎ যবর বিশিষ্ট অথবা مكسور যের বিশিষ্ট হয় তবে হাম্‌যাকে যের দিয়া পড়িবেন।

যদি তনং হরফ ضمه لازم অর্থাৎ স্থায়ী পেশ বিশিষ্ট হয় তবে পেশ দিয়া পড়িবেন। ضمه عارض অস্থায়ী পেশ থাকিলে আসলের দিকে লক্ষ্য করিয়া যের দিয়া পড়িবেন। কোরান শরীফে এই ধরনের অর্থাৎ ৩নং হরফে অস্থায়ী পেশ ওয়ালা ৪টি শব্দ রহিয়াছে। (১) اِبْنُوْا (২) اِمْشُوْا (৩) اِقْضُوْا (৪) اِئْتُوْا এই শব্দ গুলির ৩নং হরফে ضمه عارض অস্থায়ী পেশ রহিয়াছে। কেননা ৪টি শব্দ আসলে নিম্নরূপ ছিল।

আসল রূপ		পরিবর্তীত রূপ
(১) اِبْنِيُوْا	–	اِبْنُوْا
(২) اِمْشِيُوْا	–	اِمْشُوْا
(৩) اِقْضِيُوْا	–	اِقْضُوْا
(৪) اِئْتِيُوْا	–	اِئْتُوْا

উল্লেখিত মিছাল সমুহে ৩নং হরফে অস্থায়ী পেশ আসিয়াছে। (পেশ গুলি ى হরফের উপর আসিয়াছে।)

উচ্চারণের পক্ষে শক্ত হওয়ায় ى হরফ হইতে পেশ দুর করা হইল তারপর দুই ছাকিন একত্রিত হওয়ায় ى কে

দুর করা হইল। যথাক্রমে ت-ض-ش-ن হরফে و হরফের অনুপাতে পেশ দেওয়া হইল।

تاکا بیان

যে "তা" وصل ও وقف উভয়ের অবস্থায় 'তা' থাকে তাহাকে تائے مجرورة বলা হয়। ইহার অন্য নাম تائے تانیث যে তা وصل করার সময় পড়া হয় এবং ওকফের সময় হা হইয়া যায়, তাহাকে تائے مربوطة هائے تانیث বলা হয়। কোরান শরীফে ১০টি শব্দে উভয় তা লিখা হইয়াছে। এই ১০টি শব্দ হইল—

رَحْمَةٌ - نِعْمَتٌ - اِمْرَأَةٌ - سُنَّةٌ - لَعْنَةٌ - كَلِمَةٌ
قُرَّةٌ - بَقِيَّةٌ - شَجَرَةٌ - جَنَّةٌ -

এখন যে সমস্ত জায়গায় এই শব্দ গুলিতে তা এ মজরুরা দিয়া লিখা হইয়াছে তাহার বর্ণনা করিতেছি। যাহাতে জানিতে পারেন যে উল্লেখিত জায়গা সমূহ ছাড়া বাকী সব জায়গাতে তা এ মরবুতা রহিয়াছে এবং'হা' অক্ষর দ্বারা ওক্‌ফ হইবে। সুতরাং رحمت শব্দ মজরুর 'তা' এর দ্বারা সাত জায়গায় লিখা হইয়াছে।

এই সমস্ত জায়গা ছাড়া আর বাকী সব স্থানে এই শব্দ গুলিকে তা এ মরবুতা দ্বারা লিখা হইয়াছে।

(১) بقره সূরায় ঃ- يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ

إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ -ঃ সূরায় اعراف (২)

رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ -ঃ সূরায় هود (৩)

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ -ঃ সূরায় مريم (৪)

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ -ঃ সূরায় زخرف (৫)

فَانْظُرْ إِلٰى أٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ -ঃ সূরায় روم (৬)

وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ -ঃ সূরায় زخرف (৭)

نعمة শব্দকে ১১ স্থানে تائ مجرورة দ্বারা লিখা হইয়াছে।

যেমন ঃ

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ -ঃ সূরায় بقره (১)

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ -ঃ সূরায় ال عمران (২)

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ -ঃ সূরায় مائدة (৩)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ -ঃ সূরায় ابراهيم (৪)

وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا -ঃ সূরায় ابراهيم (৫)

وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ - -ঃ সূরায় نحل (৬)

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ - -ঃ সূরায় نحل (৭)

وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ - -ঃ সূরায় نحل (৮)

اِنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ - -ঃ সূরায় لقمان (৯)

اُذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ - -ঃ সূরায় فاطر (১০)

فَذَكِّرْ فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ -ঃ সূরায় طور (১১)

এই সমস্ত জায়গা ছাড়া বাকি সমস্ত জায়গায় এই শব্দ কে (تائے مربوطه) তা এ মরবুতা দ্বারা লিখা হইয়াছে। ওক্ফের হালতে এই তা–কে হা দ্বারা পরিবর্তন করিতে হইবে।

امرأة শব্দ দ্বারা যখনই স্বামীর দিকে সম্পর্ক দেখানো হইয়াছে তখনই تائے مجروره তা এ মজরুর হইয়াছে। ইহা সাত জায়গায় আসিয়াছে।

যথা–

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ -ঃ সূরায় ال عمران (১)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدِيْنَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيْزِ -ঃ সূরায় يوسف (২)

وَقَالَتِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ -ঃ সূরায় يوسف (৩)

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ -ঃ সূরায় قصص (৪)

اِمْرَاَتَ نُوْحٍ -ঃ সূরায় التحريم (৫)

اِمْرَاَتَ لُوْطٍ -ঃ সূরায় التحريم (৬)

اِمْرَاَتَ فِرْعَوْنَ -ঃ সূরায় التحريم (৭)

ইহা ছাড়া আর বাকি সমস্ত জায়গায় تائے مربوطه তা এ, মরবুতা দ্বারা লিখা হইয়াছে। যেমন (১) نساء সূরায় وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ -ঃ সূরায় نمل (২) وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ সূরায় سنة শব্দকে পাঁচ জায়গায় তা' تائے مجروره এ মজরুর দ্বারা লিখা হইয়াছে।

فاطر সুরায় (৪) চার স্থানে এবং غافر সুরায় এক জায়গায় আসিয়াছে। যেমন

قَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ فاطر (১)

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ -ঃ সূরায় فاطر (২)

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا -ঃ সূরায় فاطر (৩)

(৪) فاطر সূরায় ঃ- وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا

(৫) غاطر সূরায় ঃ- سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِى قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ

ইহা ছাড়া বাকি জায়গা সমুহে تاءِ مربوطه
(তা এ মরবুতার) দ্বারা লিখা হইয়াছে। যেমন
(ক) اسرائل সূরায় سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا

(খ) احزاب সূরায় سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا

এই রকম تاءُ مربوطه এর সহিত লিখিত আরও অনেক আয়াত আছে। لعنت শব্দকে দুই জায়গায় মজরুরা তা' দ্বারা লিখা হইয়াছে।

(১) ال عمران সূরায় فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ

(২) نور সূরায় وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ

অন্যান্য সবস্থানে تاءُ مربوطه আসিয়াছে।

(ক) بقره সূরায় اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ

(খ) اٰل عمران সূরায় اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ

ইত্যাদি আরও অনেক উদাহরণ আছে।

كلمت শব্দকে পাচঁ স্থানে تائ مجروره তা' এ মজরুরের সহিত লিখা হইয়াছে। যেমন ঃ

(১) انعام সূরায় ঃ- وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا

(২) اعراف সূরায় ঃ- وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى

(৩) يونس সূরায় ঃ- اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ

(৪) يونس সূরায় ঃ- وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْا

(৫) فاطر সূরায় ঃ وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অন্য সব জায়গায় تائ مربوطه তা' এ মরবুত দ্বারা লিখা হইয়াছে যেমনঃ

(ক) هود সূরায় وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ

(খ) ابراهيم সূরায় ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً

ইত্যাদি।

بقية শব্দকে এক স্থানে মজরুর তা দ্বারা লিখা হইয়াছে। যেমন ঃ هود সূরায়- بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ

ইহা ছাড়া অন্যান্য সব জায়গায় মরবুতা দ্বারা লিখা হইয়াছে।

যথা ঃ (১) هود সূরায়.- اُولُوْا بَقِيَّةٍ

(২) بقره সূরায় بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ইত্যাদি

قُرَّةٌ শব্দকে কেবল মাত্র একস্থানে تائ مجرورہ তা এ মজরুর দ্বারা লিখা হইয়াছে। যেমন قصص সূরায় قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي ولك ইহাছাড়া অন্যান্য সব স্থানে تائ مربوطه (তায়ে মরবুতা) দ্বারা লিখা হইয়াছে। যেমন سجده সূরায় فَلَا تَعْلَمُ نفس ما اخفي لهم من قرة اعين ইত্যাদি এবং شجرة শব্দকে শুধুমাত্র একস্থানে মজরুর তা, দ্বারা লিখা হইয়াছে।

যথাঃ دخان সূরায় اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ বাকী সবস্থানে تائ مربوطه ব্যবহৃত হইয়াছে।

যেমন ঃ—

(ক) طه সূরায়— هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ

(খ) مؤمين সূরায় شَجَرَةً تَخْرُجُ প্রভৃতি।

এবং جَنَّة শব্দকে একটি মাত্র জায়গায় تائ مجرورہ দ্বারা লিখা হইয়াছে। যেমনঃ— সূরা واقعة - وَجَنَّتُ نَعِيْمٍ অন্যান্য সব জায়গায় মরবুতা দ্বারা লিখা হইয়াছে।

যেমনঃ— ال عمران সূরায়- وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ইত্যাদি। فطرة শব্দকে মাত্র এক স্থানে تائ مجرورہ দ্বারা লিখা হইয়াছে। যেমন ঃ—

روم সূরায়ঃ- فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا এবং এই রকম দ্বিতীয় কোন শব্দ পবিত্র কোরান শরীফে নাই। এইভাবে اِبْنَةَ শব্দ কোরানে করিমে শুধুমাত্র একটি জায়গায় مجرورہ তা দ্বারা লিখা হইয়াছে।

যেমনঃ— تحريم সূরায়- وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ

مَعْصِيَةٌ শব্দ কেবলমাত্র مجادلة সূরায়—দুই স্থানে মজরুর তা দ্বারা লিখা হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, যে সমস্ত শব্দে تائے مربوطہ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদের উপর ওক্‌ফ করিলে এ'তা, ه দ্বারা পরিবর্তন করিয়া পড়িতে হয়।

تنبیہ (বিঃ দ্রঃ) جِمَٰلَتٌ শব্দকে مرسلات সূরায় تائے مجرورہ দ্বারা লিখা হইয়াছে কিন্তু ইমাম হাফছ (রাঃ) ইহার উপর تائے مربوطہ অর্থাৎ হায়ে তানিছের সহিত ওক্‌ফ করিয়াছেন।

رسم خط کے متعلق چند مسائل

কোরানে করীমে কিছু সংখ্যক শব্দের লিখিত প্রচলনে অতিরিক্ত অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। এখন বর্ণনা করা যাইতেছে। যেমন— عَلَمٰٓؤُا ও شُفَعٰٓؤُا শব্দের শেষে واؤ এবং الف কে অতিরিক্ত লিখা হইয়াছে। এবং মদের আলামত হিসাবে م এবং ع এর উপর একটি ছোট আলিফ লিখা হইয়াছে। ইহাতে নিয়ম এই যে শেষের আলিফে ওছল এবং ওকফ কোন অবস্থাতেই মদ করা যাইবে না। এখন এই শ্রেণীর শব্দকে ইহার উপর আন্দাজ করা যাইতে পারে।

যেমন ঃ—

هود সূরায় اَنۢبٰٓؤُا- يَٰٓؤُا- شُرَكٰٓؤُا- جَزٰٓؤُا-

এই রকম হুদ সুরায় নিম্নলিখিত দুইটি শব্দে ওছল ও অকফ উভয় অবস্থায় মদ হয়না। শব্দ দুইটি হইলঃ- يَتَفَيَّئُوا এবং تَفْتَئُوا

এই ধরনের শব্দ সমূহকে ইহার উপর পরিমাপ করিয়া লইতে হইবে। যেমনঃ- يَبْدَؤُا - يَعْبَؤُا - تَظْمَؤُا - اَتَوَكَّؤُا - يَدْرَؤُا - يَنْبَؤُا

رِبٰوا শব্দে وَاوْ এবং الف অতিরিক্ত লিখা হইয়াছে। 'বা' হরফের উপর মদের আলামত রূপে একটি ছোট আলিফ লিখা হইয়াছে।

صَلٰوةٌ - زَكٰوةٌ শব্দদ্বয়ে وَاوْ হরফ অতিরিক্ত লিখা হইয়াছে। লাম ও কাফ হরফের উপর মদের চিহ্ন স্বরূপ ছোট আলিফ লিখা হইয়াছে। এই ধরনের শব্দগুলিকে ইহার উপর আন্দাজ করিয়া লইবেন।

যেমনঃ عَدَاوَةٌ - حيوٰة - نجوٰة - منوٰة - ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত শব্দ সমূহে ওকফের অবস্থায় واو এর পূর্ববর্তী হরফে পেশ থাকায় মদ্দে তবয়ী হইবে এবং অছল অবস্থায় وَاوْ হরফের উপর মদ না করিয়া যবর দিয়া পড়িতে হয়। শব্দগুলি হইলঃ لِيَرْبُوَا - نَدْعُوَا - تَتْلُوَا - نَبْلُوَا -

এই ধরনের আরোও শব্দ রহিয়াছে।

نحل সূরায় لَاَاْذْبَحَنَّهٗ শব্দে এবং مَلَاۡئِهٖ শব্দে আলিফ অতিরিক্ত লিখা হইয়াছে। উভয় শব্দে লাম অক্ষরে কোন মদ হইবে না।

اَلْمَلَؤُا শব্দে কেহ কেহ লাম অক্ষরের পর واو এবং "الف" হইবে বলেন; এমতাবস্থায় واوْ অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। মতান্তরে কেবল মাত্র الف হইবে। তখন তো আর কোন জটিলতা থাকেনা। উভয় লিখন পদ্ধতিতে 'হামযা' অক্ষরে কোন মদ হইবেনা। এইভাবে مِائَتَيْنِ ও مِائَةٌ শব্দে لِشَاىْءٍ (কহফে) শব্দে আলিফ অতিরিক্ত লিখা হইয়াছে।

শব্দে ৪ স্থানে আলিফ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

(১) اِلَاۤ اِنَّ ثَمُوْدَا সূরা হুদ (২) وَثَمُوْدَا وَاَصْحٰبَ সূরা ফুরকান

(৩) وَثَمُوْدَاوَقَدْ সূরা আনকাবুত (৪) وَثَمُوْدَافَمَا اَبْقٰى সুরা নজম

ইমাম হাফছের (রঃ) মতে ৪টি আয়াতে আলিফ অতিরিক্ত।

تَوٰرِيَةِ শব্দে يا অতিরিক্ত লিখা হইয়াছে। 'রা' হরফের উপর মদের আলামত হিসাবে ছোট্ট আলিফ লিখা হইয়াছে। অনুরূপ ভাবে يا অতিরিক্ত লিখা হইয়াছে।

(১) مِنْ نَبَاۡئِ সুরা আনআম (২) مِنْ تِلْقَاۡئِ ইউনুস সূরায়

(৩) اِيْتَاۡئِ নাহল সুরায় (৩) اٰنَاۡئِ তাহা সুরায়

(৫) مِنْ وَّرَاۡئِ শূরা সুরায়।

রূম সূরায় بِلِقَائِ এবং بِلِقَائِ শব্দদ্বয়ে কোন কোন মছহফে يا অতিরিক্ত লিখা হইয়াছে। অনুরূপ ভাবে ذَارِيَاتِ এবং নূন সূরায় بِاَيِّكُمُ এবং بِاَيْدٍ ।

جَاءُوْ এবং بَاءُوْ আলিফ ছাড়াও লিখা হইয়াছে।

এই রকম শব্দে هَمْزَة অক্ষরে অছল এবং অক্‌ফ উভয় অবস্থায় মদ হইয়া থাকে।

اُوْلِي এবং اُوْلُوْا উভয় শব্দের হামযায় মদ হইবে না। তবে اُوْلِيٰهُمْ এর হামযায় ইমাম হাফছের (রঃ) মতে মদ হইবে।

দ্বারা ব্যবধান করা হয় নাই। সূরা বরাতের শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ না হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে জিবরাঈল (আঃ) উক্ত সুরা بِسْمِ اللّٰهِ সহ অবতীর্ণ করেন নাই। ইহার কারণ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে অন্য একটি কারণও বর্ণিত আছে যে হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন بِسْمِ اللّٰهِ নিরাপত্তা মুলক এবং বারাত সূরা তরবারীর নির্দেশ সহ অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহা ছাড়া অন্যান্য অভিমত ও বর্ণিত আছে وَاللّٰهُ اَعْلَمُ -

আয়াতের সংখ্যা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে আত্তা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে কোরআন শরীফে সর্বমোট ৬৬৬৬ আয়াত রহিয়াছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে ময়মুন বিন মাহল রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, বেহেশতে সর্বমোট ৬৬৬৬টি স্তর রহিয়াছে। কোরআন শরীফের আয়াতের সংখ্যা ও জান্নাতের স্তর পরিমাণ রহিয়াছে।

কলমার সংখ্যা

সুপ্রসিদ্ধ অভিমত অনুসারে কোরআন শরীফে কলমার সংখ্যা ৭৭৯৩৪। ইহা ছাড়া অন্যান্য অভিমত রহিয়াছে।

হরফের সংখ্যা

উমর ফারুক (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে কোরআন শরীফে দশ লক্ষ সাতাইশ হাজার হরফ আছে।

কোরআন শরীফে যবর ৫৩২৪৩। যের ৩৯৫৮২। নক্‌তা-১০৫৬৮২। মদ-১৭৭১। তাশদীদ ১২৫৩।

কোরআন শরীফ সংরক্ষণ ও সংকলন

কোরআন শরীফ (পর্যায়ক্রমে) তিনবার লিপিবদ্ধ করা হয়। ১ম বার রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিঁ ওয়াসাল্লামের সময়। হাকিম আবু আবদুল্লাহ্ মস্‌তদরক কিতাবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাঃ) (হাদিস বিশুদ্ধ হওয়ার যে শর্ত আরোপ করিয়াছেন সেই শর্ত মোতাবিক) বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন যে রাসুলুল্লাহর (সাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী) জায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় বিবিধ টুকরার মধ্যে (যেমন মসৃণ পাথর, হাড় পাতা) কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করিতাম।

২য় বার লিপিবদ্ধ করা হয় হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়। বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হাদিসে বর্ণনা করা হইয়াছে, হযরত জায়েদ বিন ছাবিত বলিয়াছেন, বহু সংখ্যক হাফিজ ও কারী সাহাবা ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পৌছিলে হযরত উমর (রাঃ) আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)-কে কোরআন শরীফ একত্রিত করার জন্য বাধ্য করিলেন। আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) উজর পেশ করিয়া বলিলেন "যে কাজ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালাল্লাম সম্পন্ন করেন নাই তাহা আমি কোন সাহসে করিব। এদিকে উমর (রাঃ) বার বার কাজটি সম্পন্ন

করার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন এই কাজটি করার জন্য আল্লাহতা'লা আমার বক্ষকে প্রশস্ত করিয়া দিলেন।

অতঃপর যায়েদ বিন ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কোরআন শরীফ জমা করার হুকুম দিলেন। তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করিলেন।

৩য় বার হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সময়। তখন আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবের ফলে পঠন পদ্ধতিতে নানা পার্থক্য দেখা দিয়াছিল। উসমান (রাঃ) তখন রাসুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংকলন পদ্ধতি অনুসারে কুরাইশের কেরাত মুতাবিক সংকলন করান।

মুসলমান সমাজ উক্ত সংকলন সম্পর্কে একমত এবং এই সংকলনই মুসলমানগণের মধ্যে পর্যায়ক্রমে কোন রকমের মত পার্থক্য ব্যতিরেকে চলিয়া আসিতেছে। তাই কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করার সময় উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং তিলাওত করার সময় সেই আওয়াজ অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য যে আওয়াজ বিশ্বস্ত মাধ্যমে চলিয়া আসিয়াছে। কেননা কেরাত বিষয়ের বা কোরআন শরীফ সঠিকভাবে উচ্চারণ করার মূল অবলম্বন হইল সেই আওয়াজ যাহা রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে চলিয়া আসিতেছে।শুধূ মাখরাজই আসল অবলম্বন নয়। কেননা একই মাখরাজ হইতে তিনটি হরফ পর্যন্ত উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ ی-ش-ج অনুরূপভাবে ت-د-ط একই মাখরাজ হইতে বাহির হয়।

(শুধু মাখরাজ পরিচয় করিলেই হরফ সঠিকভাবে উচ্চারণ করা যায় না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কারীগণের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় হরফের যে আওয়াজ আমাদের কাছে পৌঁছিয়াছে সেই সম্পর্কে অবগত হইতে হইবে।)

এক হরফের আওয়াজের স্থলে অন্য হরফের আওয়াজ বাহির করিলে কখনও তাহা দুরুস্ত হইবে না; এবং একটি হরফকে অন্য একটি হরফের মাখরাজ হইতে উচ্চারণ করিলে ও দুরুস্ত হইবে না।

ইচ্ছাকৃতভাবে কোন হরফকে অন্য হরফের আওয়াজে পাঠ করিলে কাফির হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। হরফকে ছিফাতের দ্বারা পরস্পর আলাদা করা হয়। কেননা ছিফাতের বিশেষ গুণ হইল হরফ গুলির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য সৃষ্টি করা। সুতরাং ছিফতের দিকে লক্ষ্য না করিলে হরফগুলি একাকার হইয়া যাইবে এবং চতুস্পদ জন্তুর আওয়াজের মত অর্থহীন হইয়া পড়িবে। মোট কথা এই হরফগুলির আওয়াজের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য করা ও যে আওয়াজ বিশ্বস্ত মাধ্যমে চলিয়া আসিতেছে তাহা টিকাইয়া রাখা মুমিনের জরুরী কর্তব্য। তাহার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা কোরআন শরীফকে বিকৃত করারই নামান্তর।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

মোঃ আবদুল লতিফ (ফুলতলী)

সেজদায়ে তেলাওাত

কোরআন শরীফের যে ১৪ আয়াত তিলাওত করিলে সেজদা ওয়াজিব হয় সেই আয়াত সমূহের স্থান নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

পারা	আয়াত	সুরা	সংখ্যা
৯	২০৬	اَلْاَعْرَافْ	১
১৩	১৫	اَلرَّعْدُ	২
১৪	৫০	اَلنَّحْلُ	৩
১৫	১০৯	بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ	৪
১৬	৫৮	مَرْيَمْ	৫
১৭	১৮	اَلْحَجُّ	৬
১৯	৬০	اَلْفُرْقَانِ	৭
১৯	২৬	اَلنَّمْلَ	৮

৯	اَلسَّجْدَةُ	১৫	২১
১০	صٓ	২৩	২৩
১১	حٰمٓ اَلسَّجْدَةُ	৩৮	২৪
১২	اَلنَّجْمُ	৬২	২৭
১৩	اَلْاِنْشِقَاقُ	২১	৩০
১৪	اَلْعَلَقُ	১৯	৩০

কোরান শরীফ খতম করার পর আমার ওয়ালেদ মুহতারাম এই দোয়া পড়িতে অভ্যস্থ।

اِجْعَلِ اللّٰهُمَّ ثَوَابَ مَا تَلَوْنَاهُ وَنُوْرَ مَا قَرَأْنَاهُ

هَدِيَّةً لِّرُوْحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ اٰبَائِهٖ وَاِخْوَانِهٖ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ

صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهٗ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ ০

ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰى

عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ الْقُرَّاءِ وَالْمُفَسِّرِيْنَ

وَالْاَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَالْعُلَمَاءِ الْعٰمِلِيْنَ وَسَادَاتِنَا

الصُّوْفِيِّيْنَ الْمُحَقِّقِيْنَ - ثُمَّ اِلٰى رُوْحِ كُلِّ وَلِيٍّ وَوَ

لِيَّةٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ مَّشَارِقِ الْاَرْضِ وَمَغَارِبِهَا فِىْ بَرِّهَا

وَبَحْرِهَا اَيْنَمَا كَانُوْا وَكَانَ الْكَائِنُ فِىْ عِلْمِكَ وَحَلَّتْ

اَرْوَاحُهُمْ يَا اِلٰهَنَا يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ اٰبَائِنَا

وَاُمَّهَاتِنَا وَاَسَاتِذَتِنَا وَمَشَائِخِنَا وَمَنْ لَّهٗ حَقٌّ عَلَيْنَا ۝

ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ اَهْلِ جَنَّةِ الْمُعَلّٰى وَجَنَّةِ الْبَقِيْعِ وَسَائِرِ

اَمْوَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ كَافَّةً عَامَّةً مَّنْ لَّهٗ زَائِرٌ وَّمَنْ

لَا زَائِرَ لَهٗ - اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْجَمِيْعَ بِرَحْمَتِكَ وَاَسْكِنَّا وَاِيَّاهُمْ

بِفَسِيْحِ جَنَّتِكَ وَمَحَلِّ رِضْوَانِكَ وَدَارِ كَرَامَتِكَ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ اجْبُرْ انْكِسَارَنَا وَاقْبَلْ اِعْتِذَارَنَا وَخْتِمْ بِالسَّعَادَةِ اٰجَالَنَا
قَوْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ - اَحْيِنَا عَلَيْهَا يَا
حَىُّ وَاَمِتْنَا عَلَيْهَا يَامُمِيْتُ وَارْفَعْنَا وَانْفَعْنَا بِهَا عِنْدَكَ
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ - اَللّٰهُمَّ
اجْعَلْ جَمْعَنَا هٰذَا جَمْعًا مُّبَارَكًا وَتَفَرُّقَنَا تَفَرُّقًا طَيِّبًا وَّعَنِ
السَّيِّئَاتِ مَعْصُوْمًا ۝

সনদ

ফুলতলী ছাহেব তিন ছিলছিলায় কিরাতের সনদ লাভ করিয়াছেন, প্রথমতঃ তাঁহার উস্তাদ ও মুর্শিদ কুতুবুল আউলিয়া হযরত মাওলানা আবু ইউসুফ শাহ্ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (৩) হযরত শায়খ মওলানা অবদুল মজিদ (৪) হযরত শায়খ মাওলানা আবদুল ওহাব সিলেটী, তিনি হইতে হযরত ইমাম আবু আমরিদ্দানী পর্যন্ত কিরাতের ছিলছিলা মশহুর। ২য় দ্বিতীয় তাহার ওস্তাদ হযরত হাফিজ মওলানা আবদুর রউফ করমপুরী (৩) হযরত শায়খ ইর্কছুছ আল মিছ্রী (৪) হযরত শায়খুল কোর্‌রা আবদুল্লাহ্ আল মক্কী (৫) হযরত ক্বারী ইবাহিম সা'দ মিছরী (৬) হযরত হাসান বাদ্বার শাফেয়ী (৭) হযরত মুহাম্মদ আল মতোওয়াল্লী (৮) হযরত সৈয়দ আহমদ তিহামী (৯) হযরত

আহমদ সালমুনা (১০) হযরত সৈয়দ ইব্রাহিম আলওবায়দী (১১) হযরত আবদুর রহমান আল আজহরী (১২) হযরত শায়খ আহমদ আল বাকারী (১৩) হযরত শায়খ মুহম্মদ আল বাকারী (১৩) হযরত আবদুর রহমান আল ইয়ামানী (১৫) হযরত শায়খ শাখ্খাজা (১৬) হযরত শায়খ আবদুল হক ছানবাতী (১৭) হযরত শায়খূল ইসলাম জাকারিয়া আল আনছারী (১৮) হযরত শায়ক দেওয়ান আল আকারী (১৯) হযরত শায়খ মুহাম্মদ আননাওয়েরী (২০) হযরত ইমাম মুহাম্মদ আল জাজারী (২১) হযরত শায়খ ইবনুল লাব্বান (২২) হযরত শায়খ আহমদ ছিহ্রা আস্সাতবী (২৩) হযরত শায়খ আবুল হাসাস আলী ইবনে হুদাইল (২৪) হযরত শায়খ আবু দাউদ সুলায়মান ইব্নে নাজ্জাহ্ (২৫) হযরত ইমাম আবু আমরিদ্দানী (২৬) হযরত আবুল হাসান তাহির ইব্ন গালিউন (২৭) হযরত সালেহ আল-হাশিমি (২৮) হযরত আহমদ আল উস্নানী (২৯) হযরত মুহাম্মদ উবায়েদ আল সাব্বাহ (৩০) হযরত ইমাম হাফছ (৩১) হযরত ইমাম আছিম ইব্ন আবু নুন্জুদ আল কুফী (৩২) হযরত আবু আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাবিব আস সালামী এবং জোর ইব্ন হাবিশ (৩৩) আমিরুল মোমেনীন হযরত উসমান (রাঃ) হযরত আলী (ক) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মসউদ (রাঃ) হযরত উবাই ইব্ন কাব (রাঃ), হযরত জায়েদ ইব্নে ছাবিত (রাঃ) (৩৪) সাইয়্যেদুল মোর ছালীন, শাফিউল মুজনিবিন মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ (দঃ) (৩৫) হযরত জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনর লাওহে মাহফুজ হইতে।

ফুলতলী ছাহেব কিবলার ৩য় সুনাম ধন্য উস্তাদ শায়খুল কুররা আহমদ হেজাযী মক্কী (রঃ) এর সনদ (আরবী) নিম্নে দেওয়া হইল।

اخذ روایۃ حفص بالتلقی عن شیخہ ابی الحسن
وھو قرأ علیٰ الهاشمی وھو قرأ علیٰ اشنانی وھو قرأ علیٰ عبید
وھو قرأ علیٰ حفص وھو قرأ علیٰ عاصم رضی اللہ تعالیٰ
عنہ فاما حفص فھو حفص بن سلیمان الکوفی وکنیتہ
ابو عمرو ولکنہ مشھور بحفص واما عاصم فھو عاصم
بن ابی النجود وکنیتہ ابوبکر وشھرتہ عاصم
وھو تابعی قرأ علیٰ عبد اللہ بن حبیب السلمی
وزر بن حبیش الاسدی وھما علیٰ عثمان بن عفان
وعلی وابن مسعود وابی بن کعب وزید رضی اللہ عنہم
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقرأ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم علیٰ امین وحی رب العالمین
جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام وھو عن اللوح
المحفوظ عن رب العزۃ جل ثناءہ وتقدست
اسمائہ واللہ سبحانہ وتعالیٰ یوفقنا جمیعًا
لما یحبہ ویرضی واللہ علیٰ ما یشاء قدیر وبالاجابۃ
جدیر - والحمد للہ رب العالمین۔

الدّانى رحمة الله عليهم ـ ومنهم رئيس القرأ بمكة
المكرمة الشيخ احمد الحجازى الفقيه رحمة الله
عليه وهو قرأ حفظًا على جملة من مشائخه و بعد
تمام حفظه جيدًا قرأ مجودًا مرتلا مع جميع الاحكام
المطلوبة شرعًا على يد شيخه واستاذه المرحوم
المغفور له شيخ احمد الدردير قابله الله برحمته
الواسعة وهو تلقى عن شيخه بالازهر الشريف
ثم واحد بعد واحد بالتسلسل الى امام الائمة
المدقق الشيخ ابى عمرو الدانى رضى الله عنه و
جعله فى اعلى مقام وهو الذى تلقى القرأت السّبع
المشهورة رواية رواية من افواه الائمة العظام
منها رواية حفص المذكورة ثم جمعها ودوّنها
فى كتابه المسمّى بالتيسير الذى نظمه الشيخ
الامام الشاطبى وسماه حرز الامانى وجه التهانى
وهو المشهور الآن بالشاطبية ثم ان الامام
الدانى المذكور رضى الله تعالى عنه اخبرانه

সূচীপত্র

সূচীপত্র

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

পুস্তকের নাম	প্রণেতা
মুনতাখাবুছ ছিওর ১ম খণ্ড	আল্লামা ছাহেব কিব্‌লাহ ফুলতলী
মুনতাখাবুছ ছিওর ২য় খন্ড	"
মুনতাখাবুছ ছিওর ৩য় খন্ড	"
আল-কাউলুছ্ ছদীদ	"
নালায়ে কলন্দর	"
আনোয়ারুছ্ ছালিকীন	"
মুনাজাতে ইয়াকুবী	"
শজরা	"
আল খুত্‌বাতুল ইয়াকুবিয়া	"
বালাই হাওরের কান্না	মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী (ফুলতলী)
যাকাত প্রসঙ্গে	"
শিব বা মহাদেব স্মরণিকা	"
আদর্শ গল্প সংকলন	"
আল্ কাওলুছ ছদীদ (বঙ্গানুবাদ)	"
আলী বিন্ হুছাইন হযরত জয়নুল আবিদীন (রাঃ)	"
প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা	"
পণ্ডিত ও মাওলানার তর্ক যুদ্ধ	"
সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলবীর (রঃ) জীবনী	"
জাজুলী-শাযুলী (রঃ) জীবনী	"
মুন্‌তাখাবুছ্ ছিওর (বঙ্গানুবাদ)	"
হযরত হাফিজ আহমদ জৌনপুরী (রঃ)	"
আনোয়ারুছ ছালিকীন (বঙ্গানুবাদ)	"
সাধারণ কবিতা	"
গাজওয়ায়ে তাবুক (বঙ্গানুবাদ)	"
চল মুছাফির পাক মদীনায় সবুজ মিনার ঐ দেখা যায়	"
ইমাম বুখারী (রঃ)-এর জীবনী	"